মহৌষধ সেবনে অল্প দিনেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিশুদিগের প্লীহায় যেমন গুড় পিপ্পলী, বয়স্কদিগের জন্য সেইরূপ "অভয়ালবণে"র ব্যবস্থা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন। সকল প্রকার প্লীহা এবং জীর্ণ জ্বরে ইহার মত আর একটিও ঔষধ নাই। ইহা—প্রস্তুতের নিয়ম—

পারিভদ্র পলাশার্ক স্নুহ্যপামার্গ চিত্রকান্।
বরুণাগ্নিমন্থ বায়ু স্বদংষ্ট্রা বৃহতী দ্বয়ম্॥
পূতিকাস্ফোত কুটজ কোষাতক্য পুনর্ণবা।
সমূল পত্র শাখাশ্চ খোদয়িত্বা উদূখলে॥
তিলনাল প্রদীপ্তাগ্নি সুদগ্ধং ভস্ম শীতলম্॥
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বাতু ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নরে।
জলদ্রোণে বিপক্কব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
পূর্ব্ববৎ ক্ষার কল্পেন স্রাবয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকীম্।
তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
কিঞ্চিৎ সবাষ্প সান্দ্রে চ সম্যক সিদ্ধে হবতারিতে।
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু, যমানী পৌষ্করং শঠী॥
এতৈরর্দ্ধ পলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথা হিতম্।
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠিলাগ্নিসাদজিৎ।
হন্যাচ্ছিরোঽস্তি হৃদ্রোগং শর্করাশ্মরী নাশনং॥

পালিধা মাদারের ছাল, পলাশ ছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, আপাং, চিতামূল বরুণছাল, গণিয়ারি ছাল, শ্বেত পুনর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্ণবা—এই দ্রব্য গুলি উদুখলে কুটিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখরুদ্ধ করিয়া তিলনালের কাষ্ঠে জ্বাল দিবে। তাহার পর ভস্ম হইলে উহা হইতে ⁄২ দুই সের গ্রহণ করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর উপরে স্থাপন পূর্ব্বক উহাতে সৈন্ধব লবণ ⁄২ দুই সের হরীতকী ⁄১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শঠী—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। অনুপান গরম জল।

এখন দেখা যাউক ইহাদের উপাদান গুলির গুণ কি,—

পালিধাছালের ক্ষার—ইহা বায়ু ও শ্লেষ্ম নাশক, শোথ নিবারক, বলকর, সারক, প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

পলাশের ছালের ক্ষার—ইহা অগ্নিদীপ্তি-কারক, সারক ও বল্য প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আকন্দ ক্ষার—বায়ু নাশক, প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নিবারক।

সিজের ছালের ক্ষার—রেচক, অগ্নি উদ্দীপক, জ্বর ও প্লীহা নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আপাং ক্ষার—দীপক, সারক, পাচক গুণবিশিষ্ট।

চিতামূলের ক্ষার—বাতশ্লেষ্মানাশক, পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রশমক ও অগ্নি কারক।

বরুণছালের ক্ষার—ভেদক, অগ্নিদ্দীপক।

গণিয়ারিছালের ক্ষার—শোথ ও পাণ্ডু নাশক।

শ্বেত পুনর্ণবার ক্ষার—কফ নাশক, পিত্ত নিবারক।

গোক্ষুরের ক্ষার—দীপক, শুক্রজনক, বস্তি শোধক ও বায়ু প্রশমক।

বৃহতীর ক্ষার—জ্বর নাশক, শূল নিবারক, শ্লেষ্ম প্রশমক।

কণ্টকারীর ক্ষার—কাস, শ্বাস, জ্বর ও হৃদ্রোগ নিবারক।

নাটার ক্ষার—জ্বর নিবারক।

হাফর মালীর ক্ষার—ভগ্ন ও ক্ষত নিবারক।

কুড়চির ছালের ক্ষার—অগ্নি উদ্দীপক, জ্বর, আমদোষ প্রভৃতি নাশক।

ঘোষালতার ক্ষার—পাণ্ডুনাশক, ক্ষুধার উদ্রেক কারক।

রক্ত পুনর্ণবার ক্ষার—কফ নাশক, পিত্ত নিবারক প্রভৃতি।

সৈন্ধব লবণ—অগ্ন্যুদ্দীপক, বলকারক ও ত্রিদোষ প্রশমক।

হরীতকী—বিষম জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি নিবারক, ত্রিদোষ নাশক মহৌষধ।

গোমূত্র—

গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্।
লঘ্বগ্নি দীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফ বাতহৃৎ॥
শূল গুল্মোদরানাহ কণ্ডূক্ষি মুখরোগজিৎ।
কিলাস গদ বাতাস বস্তিরুক্‌কুষ্ঠ নাশনম॥
কাস শ্বাসাপহং শোথ কামলা পাণ্ডুরোগহৃৎ॥

অন্যচ্চ—

প্লীহোদর শ্বাস, কাস শোষবর্চ্চো গ্রহাপহম্।
শূল গুল্ম রুজানাহ কামলা পাণ্ডুরোগহৃৎ॥

অর্থাৎ গোমূত্র—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্ষার-গুণযুক্ত, তিক্ত, কষায়, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, পিত্তকফ ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহা ব্যবহারে শূল, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ, কণ্ডূ, নেত্ররোগ, কিলাস, আমবাত, বস্তি-রোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, আনাহ, শোথ, কামলা ও পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয়।

গোমূত্র সেবনে প্লীহা, উদর রোগ, শ্বাস, কাস, শোথ, মলরোধ, শূল, গুল্ম, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণ জীরা—জ্বরঘ্ন, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কফ নাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

শুঁঠ—জ্বর, শূল, কাস ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি নিবারক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক, অগ্নি উদ্দীপক, প্লীহা নাশক ও রসায়ন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক, দীপন, শূল ও ক্রিমি প্রভৃতি নিবারক।

হিং—পাচক, বাতশ্লেষ্মা, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি নিবারক।

যমানী—পাচক, শূলনাশক, বাতশ্লেষ্মা নিবারক, অগ্নি উদ্দীপক প্রভৃতি।

কুড়—বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নাশক।

শঠী—

—কুষ্ঠার্শো ব্রণ কাসনুৎ।
উষ্ণোলঘুঃ হরেচ্ছাসং গুল্ম বাতকফ ক্রিমীন্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাম্ভচীং মুখজাত্যহৃৎ।

ইহা কুষ্ঠ, অর্শ. ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম,

+ ক্ষারের গুণ—নেবাত্তিতীক্ষ্ণো ন মৃদুঃ শুক্লঃ শ্লক্ষ্ণোঽথ পিচ্ছিলঃ। অভিষ্যন্দী শিবঃ শীঘ্রঃ ক্ষারো-হষ্ট গুণঃ স্মৃত। ক্ষার মাত্রেই অগ্নিকারক, গুল্ম ও শূল নিবারক। তদ্ভিন্ন যে যে দ্রব্যের ক্ষার প্রস্তুত করা হয়, সেই সেই ক্ষারে সেই সেই দ্রব্যের গুণ নিহিত থাকে।

বায়ু, কফ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নষ্ট করে।

যেখানে প্লীহার অবস্থা অতিশয় ভীষণ হইয়া থাকে, স্মরণ রাখিতে হইবে, সেখানে এই "অভয়ালবণ"ই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অন্য যে সকল ঔষধই ব্যবস্থা করা হউক না কেন, একবার করিয়া "অভয়া লবণ" ব্যবস্থা করা একান্তই দরকার।

"চিত্রকাদি লৌহ" নামক প্লীহানাশক ঔষধটি সাধারণ প্লীহাজ্বরে ব্যবস্থা করিয়াও আমরা সুফল দর্শিতে দেখিয়াছি। উহার উপাদান গুলি এই—

চিত্রকং নাগরং বাসা গুড়ূচী শালপর্ণিকা।
তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিক ত্রয়ম্।
লৌহমভ্র কণাতাম্রং ক্ষারকো লবণানি চ॥
পৃথক্ কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্।
চতুঃ প্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা॥
সিদ্ধ শীতং সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ।
চিত্রকাদিরয়ং লৌহো গুল্ম প্লীহোদরাময়ম্॥
যকৃতং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্॥

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটা ভস্ম, আপাংমূল ভস্ম ও পুরাতন মানকচু—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, পিঁপুল, তাম্র, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ৷৶৬ ছয় সের গোমূত্রে মৃদু আঁচ আলে পাক করিয়া পাক শেষ হইলে ১৬ তোলা মধু নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবনে গুল্ম, প্লীহা, উদরী ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

চিতামূল—গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশক।

শুঁঠ—পাচক, কফ ও বায়ু নাশক, শ্বাস, শূল ও কফ প্রভৃতি নিবারক।

বাসকমূল—শ্লেষ্মঘ্ন।

গুলঞ্চ—আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শ ও বায়ু নাশক।

শালপাণি—পুষ্টিকারক, রসায়ন ও ত্রিদোষ নাশক।

তালজটা ভস্ম—দীপক।

আপাংমূল ভস্ম—সর, তীক্ষ্ণ, দীপক, পাচক ও রোচক।

পুরাতন মাণকচু—শোথনাশক, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর।

লৌহ—শূল, শোথ, প্লীহা ও মেহ প্রভৃতি নিবারক।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক, প্লীহা ও উদরী প্রভৃতি নিবারক।

পিঁপুল—প্লীহা নাশক, বাতশ্লেষ্মঘ্ন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

তাম্র—পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, জ্বর, কাস, শ্বাস, ক্ষয় প্রভৃতি নিবারক।

যবক্ষার—শূল, বায়ু আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস প্রভৃতি নিবারক।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক।

সচল—বায়ু নাশক, ভেদক, উদ্গার শুদ্ধি কারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

বিড়—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

সামুদ্র—বায়ু নাশক কিন্তু কফবর্দ্ধক।

সাম্ভার—বায়ু নাশক, ভেদক ও পিত্তবর্দ্ধক।

গোমূত্র—শূল, গুল্ম ও উদর প্রভৃতি রোগ নাশক।

"রোহিতক লৌহম্" নামক একপ্রকার ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াও অনেক সময় প্লীহা ও যকৃৎ রোগে শুভফল পাওয়া যায়। উহার উপাদান ;—

রোহিতক সমাযুক্তং ত্রিকত্রয় যুতঃস্তয়ঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হস্তি ন সংশয় ॥

রোহিতক ছাল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতামূল—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ১০ তোলা। একত্র জল দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী।

রোহিতক—প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম প্রভৃতি নিবারক।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

পিঁপুল—প্লীহা নাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

বিড়ঙ্গ—শ্লেষ্ম নাশক।

মুথা—জ্বরয়, অতিসার নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

চিতামূল—প্লীহা নাশক; বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা প্রভৃতি নিবারক।

প্লীহার বিবৃদ্ধি অবস্থায় প্রাতে "অভয়ালবণ, বৈকালে "রোহিতক লৌহের" ব্যবস্থা অবস্থা বিবেচনায় মন্দ নহে। অনেক সময় জীর্ণ ক্ষেত্রে ইহার সহিত একবার করিয়া "মহা মৃত্যুঞ্জয় লৌহ" বা "সর্কেশ্বর লৌহ" ব্যবস্থা করিলে জীর্ণ জ্বর ও প্লীহা যকৃতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে।

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহম্।

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা।
গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃত তাম্রং চতুর্গুণম্ ॥
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং বিড়ং বরাটী শঙ্খ ভস্মকম্।
চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা ॥
রোহিতং ত্রিবৃতা চিঞ্চা বিশালা ধলমঙ্কটম্।
অপামার্গ তালরগুমন্নিকা চ নিশাদ্বয়ম্ ॥
প্রিয়ঙ্গিন্দ্র যবং পথ্যাচাজমোদা যমানিকা ॥
তুথকং শরপুঙ্খা চ যক্কন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্ ॥
প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রক দ্রবৈঃ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকম্ ॥
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জাষ্ট প্রমিতাং পুনঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ৪ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং, কট্‌কী, রোহিতক ছাল, তেউড়ী, তেঁতুল ছাল ভস্ম, রাখালশসার মূল, ধল আঁকড়ার মূল, আপাংভস্ম, তালজটা ভস্ম, অম্ল বেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতে, শরপুঙ্খ, রোহিতক ছাল ও রসাঞ্জন—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১৬ তোলা মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক ৮ রতি বটি করিবে। দোষানুযায়ী অনুপান সহ প্রযুজ্য।

দ্রব্য গুলির গুণ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল –

পারদ—ত্রিদোষ প্রশমক।

গন্ধক—বায়ু ও কফ নাশক।

লৌহ—কফপিত্ত নাশক।

তাম্র—কফপিত্ত নাশক।

যবক্ষার—শূলঘ্ন, বায়ুর অনুলোমক।

সাচিক্ষার—বায়ুর অনুলোমক।

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক।

বিট—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

কড়িভস্ম—
শঙ্খভস্ম— } আগ্নেয়।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা প্রশমক।

মনঃশিলা—কফনাশক।

হরিতাল—জ্বরনাশক।

হিং—পাচক, বাতশ্লেষ্মা নিবারক।

কটকী—ভেদক।

রোহিতকছাল—প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক।

তেউড়ী—রেচক, বায়ুনাশক, জ্বর ও শোথ নিবারক।

তেঁতুলছাল ভস্ম—শূলঘ্ন।

রাখাল শসার মূল—দীপন।

ধল্যাঁআকড়ার মূল—

অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণ স্তূবরোলঘুঃ।
রেচনঃ ক্রিমি শূলাম শোফগ্রহ বিষাপহং॥
বিসর্প কফপিত্তাস্র মূষকাদি বিষাপহঃ॥

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধোষ্ণ, কষায়, লঘু, রেচক ও বিষঘ্ন। ক্রিমি, শূল, আম, শোথ, গ্রহপীড়ন, বিসর্প ও কফজ রক্তপিত্ত রোগে ইহা ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা সর্প ও মূষিকের বিষ নষ্ট হয়।

আপাংভস্ম—দীপক, সারক।

তালজটা ভস্ম—আগ্নেয়।

অম্লবেতস—

অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্।
হৃদ্রোগ শূল গুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্॥
রুক্ষং বিণ্মূত্র দোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্ত নাশনম্।
হিক্কানাহারুচি শ্বাস কাসাজীর্ণ বমি প্রনুৎ॥
কফ বাতাময়ধ্বংসি * * * *

ইহা অতিশয় অম্লযুক্ত ভেদক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, রোমাঞ্চকারক ও রুক্ষ। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, মূত্রদোষ, মলদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফজ রোগ ও বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

হরিদ্রা—

হরিদ্রা কটুকা তিক্তারুক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যোত্বগদোষ মেহাস্র শোথপাণ্ডু ব্রণাপহঃ॥

ইহা কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ ও বর্ণজনক। ইহা ব্যবহারে কফ, পিত্ত, ত্বকের দোষ, মেহ, রক্ত দোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ নষ্ট হয়।

দারুহরিদ্রা—

এষোষ্ণা কটুকাতিক্তা নেত্রকর্ণাস্য রোগনুৎ।
মেহ কণ্ডূ বিসর্পঘ্নী ত্বগ দোষ ব্রণনাশিনী॥
বিষঘ্নী স্বেদনী পিত্ত কফ শোথ বিনাশিনী॥

ইহা উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, বিষঘ্ন, স্বেদ জনক ও কফপিত্ত নাশক। ইহা ব্যবহারে নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, মেহ, কণ্ডূ, বিসর্প, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ ও শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গু—

প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিল পিত্তহৃৎ।
রক্তাভিযোগ দৌর্গন্ধ্য স্বেদ দাহ জ্বরাপহা॥
বান্তি ভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্র জাড্য বিনাশিনী।
গুল্ম তৃট্ বিষ মোহঘ্নী তদ্বদ্ গন্ধ প্রিয়ঙ্গুকা॥

প্রিয়ঙ্গু—শীতল, তিক্ত, কষায়, বাতপিত্ত নাশক। অতিশয় রক্তক্ষরণ, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমি, ভ্রম, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষজ রোগ ও মেহ রোগ ইহা ব্যবহারে নষ্ট হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযব—

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহী কটু শীতলম্।
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্॥
জ্বরাতিসার রক্তার্শঃ কৃমি বীসর্প কুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদ কীলঘ্ন বাতাস্র শ্লেষ্মশূলজিৎ॥

ইহা ত্রিদোষ নাশক, সংগ্রাহী, কটু, তিক্ত, শীতল, অগ্নি উদ্দীপক ও দাহ নাশক। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা জ্বর, অতীসার, রক্তার্শঃ, কৃমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্তদোষ, শ্লেষ্মা ও শূলরোগ নষ্ট হয়।

হরীতকী—ত্রিদোষনাশক।

বনযমানী—

অজ মোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরীলঘুঃ॥
নেত্রাময় কফচ্ছর্দ্দি হিক্কা বস্তিরুজোহরেৎ।

বনযমানী—কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নি উদ্দীপক, বাতশ্লেষ্ম নাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বলকারক, ও লঘু এবং নেত্ররোগ, কফ, বমন, হিক্কা ও বস্তিরোগ নিবারণ করে।

যমানী—

যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনীচ তথা তিক্তা পিত্তলা বান্তি শূলহৃৎ॥
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ গুল্ম প্লীহ ক্রিমি প্রনুৎ॥

ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিউদ্দীপক, তিক্ত, পিত্তকারক, বমি ও শূল নাশক। বাতশ্লেষ্মা, উদররোগ, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমিরোগে ব্যবস্থেয়।

তুঁতে—

তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘুঃ।
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ॥
বিষাশ্ম কুষ্ঠ কণ্ডূঘ্নং ভিষগভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।

ইহা—কটু, কষায়, ক্ষারবৎ, বমনকারক, লঘু, লেখন, ভেদক, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্তঘ্ন, কণ্ডূ প্রশমক, বিষঘ্ন, কুষ্ঠ নিবারক ও ক্রিমিনাশক।

শরপুঙ্খ—

শরপুঙ্খো যকৃৎ প্লীহ গুল্ম ব্রণ বিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র শ্বাসজ্বর হরো লঘুঃ॥

ইহা যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর নাশক। ইহা তিক্ত-কষায় ও লঘু।

রসাঞ্জন—

রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম বিষনেত্র বিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

রসাঞ্জন—কটু, উষ্ণ, তিক্ত ও সারক। ইহা ঘনীভূত শ্লেষ্মা প্রভৃতি দূরীভূত করে এবং বিষ, নেত্ররোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

সর্ব্বেশ্বর লৌহম্।

শুদ্ধ সূতং পলং গন্ধং দ্বিপলন্ত লতাভ্রকম্।
ত্রিপলং মৃত তাম্রঞ্চ পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্॥
জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতা থরমঞ্জরী।
দন্তোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা।
সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।
ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেৎ শুভেহনি॥

পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অভ্র ১৬ তোলা, তাম্র ২৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা এবং

জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁট-কোল, পিঁপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, আপাং, থুলকুড়ি শাক, বিছাটীমূল, হাড়জোড়া নাগদন্তী ও হুড়্‌হুড়ে—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া আদার রসে মাড়িয়া উহার সহিত লৌহচূর্ণ ২৪ তোলা মিশাইয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। এই চূর্ণ ৬ রতি পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেব্য।

নিম্নে ইহার উপাদান গুলির গুণ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—বলক্ষয়ের অপচারক।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

তাম্র—কফ পিত্ত নাশক।

স্বর্ণ মাক্ষিক—ত্রিদোষ নাশক।

জয়পাল—

জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধোরেচি পিত্তকফাপহঃ।

জয়পাল গুরু, স্নিগ্ধ, অতিশয় রেচক, ও পিত্তশ্লেষ্ম নাশক।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশক।

পুরাতন মান কচু—

মাণকঃ শোথ হৃচ্ছীনঃ পিত্তরক্ত হরো লঘুঃ।

ইহা শোথ নাশক, শীতল রক্তপিত্ত শান্তি-কর ও লঘু।

ওল—

সূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডূকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তনো লঘুঃ,
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহ গুল্ম বিনাশনঃ।

সূরণ অর্থাৎ ওল অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডূকারক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফার্শোনাশক, লঘু। অর্শ রোগীর অতি সুপথ্য, প্লীহা এবং গুল্ম নাশক।

ঘেঁটকোল—

ঘণ্টাকর্ণো ঘণ্টকশ্চ জ্বরশ্লেষ্ম ক্রিমি প্রনুৎ।

ঘণ্টাকর্ণ বা ঘণ্টক—জ্বর নিবারক, শ্লেষ্মঘ্ন ও ক্রিমিনাশক।

পিঁপুলমূল—

দীপনং পিপ্পলী মূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু।
রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্॥
আনাহ প্লীহ গুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাস ক্ষয়াপহম্।

পিঁপুল মূল—অগ্নি দীপ্তিকারক, কটু, উষ্ণ, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। ইহা সেবনে কফ, বায়ু, উদর রোগ, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস, ও ক্ষয়রোগ দূর হয়।

হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক।

আমলকী—ত্রিদোষ নাশক।

বহেড়া—কফ পিত্ত প্রশমক।

শুঁঠ—পাচক, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মা প্রশমক।

তেউড়ীমূল—রেচক, বায়ুনাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আপাং—বায়ুনাশক, শূল ও উদররোগ প্রভৃতি নিবারক।

থুলকুড়ি—শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

বিছাটিমূল—

কটূ্ী তিক্তা বৃশ্চিকালী হৃদবক্ত্র পরিশোধিনী।
বলকৃদ্রক্ত পিত্তঘ্নী কাস শ্বাস প্রণাশিনী॥
বিষঘ্নী রোচনী বহ্নিমান্দ্যনুজ্বর নাশিনী।

বিছাটি কটু, তিক্ত, হৃদয় বিশোধক, মুখ পরিষ্কারক, বলকর, বিষঘ্নী ও রুচিপ্রদ, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্যও জ্বর নিবারণ করে।

হাড় জোড়া—

অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্।
উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিঘ্নশ্চ দুর্ণামঘ্নো হক্ষিরোগজিৎ ॥

ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, অস্থিসংযোজক, উষ্ণ, সর, ক্রিমিঘ্ন, অর্শোনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক।

নাগদন্তী— কফ পিত্তনাশক।

হুড়হুড়।

সুবর্চ্চলা হিমারুক্ষা স্বাদু পাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভ কফ বাতজিৎ।

ইহা শীতল, রুক্ষ, পাকে স্বাদু, সর, গুরু, কটু, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, পিত্তজনক নহে। ইহা দ্বারা বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়।

লৌহ—প্লীহা, অর্শ প্রভৃতি নিরারক।

সকল প্রকার প্লীহা ও যকৃতেই পাণ্ডু-রোগোক্ত "নবায়স লৌহ" বিশেষ উপকারী। শিশুদিগের পক্ষে "নবায়স লৌহ" অপেক্ষা "নবায়স মণ্ডূরে" আরও অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। "নবায়স মণ্ডূরের" প্রস্তুত প্রণালী "নবায়স লৌহে"রই অনুরূপ, কেবল মাত্র লৌহের পরিবর্ত্তে "মণ্ডুর" দিলেই "নবায়স মণ্ডূর" প্রস্তুত হইল।

"নবায়স লৌহের"র উপাদান—

ব্যূষণং ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসোভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা ॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা। জলদ্বারা মাড়িয়া ৪।৫ রতি বটী।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু প্রশমক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মানাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্মানাশক।

হরিতকী—ত্রিদোষনাশক।

আমলা—ত্রিদোষনাশক।

বহেড়া—বাতপিত্তনাশক।

চিতা—বাতশ্লেষ্ম ও পিত্তশ্লেষ্ম প্রশমক।

মুথা—জ্বরঘ্ন।

বিড়ঙ্গ—বায়ু ও মলবদ্ধতানাশক।

লৌহ—কফ, পিত্তনাশক।

রোগের অবস্থা বিবেচনায় এই "নবায়স লৌহ" বা "নবায়স মণ্ডূরে"র সহিত এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা "মকরধ্বজ" মিশাইয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, ইহাতে আরও শুভ ফল পাওয়া যায়।

এই "নবায়স লৌহ" বা নবায়স মণ্ডূরের" অনুপান কুলেখাড়ার রস মধু।

"যকৃদরি লৌহ"—যকৃৎ বিবৃদ্ধির অমোঘ ঔষধ। আমরা সকল স্থলেই এই "যকৃদরি লৌহ" ব্যবহারে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল পাইয়াছি। ইহার উপাদান—

দ্বিকর্ষং লৌহ চূর্ণস্য গগনস্য পলার্দ্ধকম্।
কর্ষং শুদ্ধং মৃতংতাম্রং লিম্পকাস্থি
ত্বচঃ পলম্ ॥
মৃগাজিন ভস্ম পলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
নবগুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতি লেবুর মূলের ছাল চূর্ণ ৮ তোলা, ও মৃগ চর্ম্ম ভস্ম ৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র জল দ্বারা মাড়িয়া ৯ রতি প্রমাণ বটী।

লৌহ—প্লীহা ও শ্লোথ প্রভৃতি নিবারক।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক।

তাম্র—পাণ্ডু, উদরী, জ্বর প্রভৃতি নিবারক।

মৃগ চর্ম্ম ভস্ম—বাতশ্লেষ্মনাশক।

সকল প্রকার দ্রাবক ঔষধে দারুণ প্লীহা যকৃতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েক প্রকার দ্রাবক ঔষধের কথা বলা যাইতেছে।

মহাদ্রাবকো রসঃ।

যবক্ষারস্য ভাগৌ দ্বৌ স্ফটিকারে
ত্রয়ো মতাঃ।
একীকৃত্য প্রাপিষ্টাপি মূত্রৈর্ব্বাত্রৎসতরী
ভবৈঃ॥
শুষ্কং কৃত্বা ক্ষিপেৎ পাত্রে সৈসকে বস্ত্র
লেপিতে।
অন্য সীসক পাত্রস্ত দ্বিমুখং মেলয়েদ্ বুধঃ॥
বৃদ্ধ রৈস্তোপদেশেন পচেৎ পাত্রস্থ
মৌষধম্।
ততো জ্বালাধতঃ স্থাপ্যং পাত্রান্তং
লভতে রসম্॥
ততো রসং বিনিষ্কৃত্য স্থাপয়েৎ
স্নিগ্ধ ভাজনে।
লবঙ্গেন বটিং খাদেদ্থবা মৃত তাম্রকৈঃ॥

যবক্ষার ২ ভাগ, এবং ফটকিরি ৩ ভাগ একত্র বৎসরীর মূত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বস্ত্র লিপ্ত সীসক পাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উপরিভাগে অন্য একটী অধোমুখী সীসক পাত্র স্থাপন করিয়া উভয়ের মুখ রুদ্ধ করিবে। তাহার পর অগ্নি সন্তাপে জাল দিয়া পাত্রস্থ রস গ্রহণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ লবঙ্গচূর্ণ বা জারিত তাম্রসহ সেব্য। মাত্রা ১ রতি।

অন্যবিধ মহাদ্রাবকম্।

বৃষশ্চিত্রমপামার্গশ্চিঞ্চা কুষ্মাণ্ড নাড়িকা।
স্নূহীতালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষাভূর্বেতসং তথা॥
এতেষাং ক্ষার মাহৃত্য লিম্পাক স্বরসেন চ।
ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্র পূতঞ্চ কারয়েৎ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্দ্রবণোচিতম্।
এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষার পলদ্বয়ম্॥
স্ফটিকারি পলঞ্চৈব নরসারপলং তথা।
পলার্দ্ধং সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্গনং তোলকদ্বয়ম্॥
কালীসং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্।
দারুমোচং কর্ষকঞ্চ তোলং সমুদ্রফেনকম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বকযন্ত্রেণ সাধয়েৎ।
মহাদ্রাবক মেতদ্ধি যোজ্যঞ্চ রসজারণে॥
হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎ প্লীহা
দরাণিচ॥

বাসক, চিতামূল, আপাং. তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্ণবা ও বেতসবৃক্ষ—সমস্ত দ্রব্যের ক্ষার পাতিলেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তাহার পর ঐ শুষ্ক ক্ষার ১৬ তোলা. যবক্ষার (সোরা) ১৬ তোলা, ফটকিরী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সোহাগার খই, ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকোবিষ ২ তোলা এবং সমুদ্র ফেন ১ তোলা সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে।

শঙ্খদ্রাবকঃ—

অর্কঃ স্নুহী তথা চিঞ্চা তিলারগ্বধ চিত্রকম্।
অপামার্গ ভস্মসমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ॥
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ তত্তু তাবল্লবণতাং গতম্।
লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্গনং তথা॥

সমুদ্রফেনং গোদন্তং কাসীসং সোরক তথা।
দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলঙ্গরসেন চ॥
কাচকুপ্যাস্ত সপ্তাহং বাসয়েদম্ন যোগতঃ।
শঙ্খচূর্ণ পলং দত্ত্বা বারুণী যন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥
সর্ব্বধাতূন হরেচ্ছীঘ্রং বরাটী শঙ্খকাদিকান্।
রোগানামুদরাদিনাং সদ্যোনাশকরঃ পরঃ॥

আকন্দছাল, সিজমূল, তেঁতুলছাল, তিল কাষ্ঠ, সোদালছালছাল, চিতা ও আপাং—এই সমস্ত দ্রব্যের ভস্ম সমানভাগে লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর ক্ষার জল যে পর্য্যন্ত লবণত্ব প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত লবণ ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্ত হরিতাল, হীরাকস ও সোরা—এই দ্রব্য গুলির প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৪ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া টাবা লেবুর রসের সহিত কাচকুপীর মধ্যে পুরিয়া এবং সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহার সহিত শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা মিশাইয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে।

অন্যবিধ

শঙ্খদ্রাবকো রসঃ।

যোগিণী ভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ।
পশ্চাদ্ যন্ত্রঞ্চ কর্ত্তব্য মেবাহ পরমেশ্বরী॥
রসঃ শঙ্খ দ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া॥
শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং সর্জি কাক্ষার টঙ্কনম্।
সমঞ্চ পঞ্চ লবণং স্ফটিকারী নিশাদলঃ॥
কাচকুপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণী যন্ত্রমুদ্ধরেৎ।
যামার্দ্ধং দ্রাবয়ত্যেব শঙ্খ শুক্তি বরাটকান্॥

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা; পঞ্চলবণ, কটকিরি ও নিশাদল—সমস্ত দ্রব্য সমানভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক কাচকুপীতে নিক্ষেপ করিয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা।

এই দ্রাবক এবং সকল প্রকার দ্রাবকই কিছু আহার না করিয়া সেবন করিতে নাই; আহারান্তে সেবন করাই বিধি।

মহাশঙ্খ দ্রাবকঃ।

চিঞ্চাশ্বত্থঃ স্নুহীস্থ র্কোংপামার্গ শ্চ হি পঞ্চমঃ।
পৃথগ্ ভস্মজলং কৃত্বা তুদ্ধৃত্য লবণানি চ॥
টঙ্কনঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জং লবণ পঞ্চকম্।
রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসাদরম্॥
জাতীফলঞ্চ গোদন্তং তাপ্যং গন্ধরসং তথা।
বিষং সমুদ্রফেনঞ্চ সোহরা স্ফটিকারিকা॥
শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভিচূর্ণং পাষান সম্ভবম্।
সনঃ শিলাচ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
ভাব্যাস্তে বেতস রসৈঃ কাচ কূপ্যাং ক্ষিপেত্ততঃ।
যত্রদ্রব্যঞ্চ তদ্ দত্ত্বা উষ্ণস্থানেচ ধারয়েৎ॥
বস্ত্রেণাচ্ছাদিত স্তাবৎ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্।
পশ্চান্মন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণী যন্ত্র মুদ্ধরেৎ॥
কাচ কুপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ।
গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥

তেঁতুল ছাল, অশ্বত্থ ছাল, সিজের ছাল, আকন্দ ছাল ও আপাং—ইহাদের এক একটি দ্রব্যের ভস্ম দ্বারা ক্ষার জল প্রস্তুত করিয়া অগ্নিসন্তাপে পৃথক পৃথক লবণ প্রস্তুত করিবে। তাহার পর ঐ সকল লবণের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং তাহাদের সহিত সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জাতীফল, গোদন্ত হরিতালী, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল,

বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফটকিরী, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনঃ শিলা ও হীরাকস —ইহাদের প্রত্যেকটির ১ তোলা মিশাইয়া বেতসের রসে ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে নিক্ষেপ করিয়া ৭ দিন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিবে, তাহার পর মন্দাগ্নিতে বারুণী যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ১ রতি, অনুপান—পান।

শিগ্রু প্রলেপ।

সজিনার ছাল ও রাই সর্ষপ একত্র সমান ভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্লীহায় প্রলেপ দিলে প্লীহা এবং প্লীহোদরের উপকার হয়।

গোমূত্রের স্বেদ প্লীহা এবং প্লীহোদরে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ইহা পান করিলে আরো শুভ ফল দর্শে।

রোহিতক প্রলেপ।

রোহিতক ছাল গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃতে উপকার দর্শে।

প্লীহা ও যকৃতে রোগীর প্রত্যহ কোষ্ট পরিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পুরাতন গুড় ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগে অথবা বিটলবণ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া রাত্রে শয়ন কালে সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে প্রত্যহ কোষ্ঠ উত্তমরূপ পরিষ্কার হয়, এজন্য প্লীহা ও যকৃতের উপশম হইয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু জীর্ণ প্লীহ রোগে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ যদি উদরাময় আসিয়া পড়ে তাহা হইলে রোগীর আর আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। উদরাময় উপস্থিত হইলে "পুটপাক বিষম জরান্তক লৌহ"—যাহা বিষমজরাধিকারে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

প্লীহা অধিক বর্দ্ধিত হইলে নাসিকা এবং দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব হয়, কখনো কখনো রক্তবমন বা রক্তভেদও হইতে থাকে। এই অবস্থা অতিশয় ভয়প্রদ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর আরোগ্যের আশা অতি অল্প।

প্লীহার বিবৃদ্ধিতে মুখে ক্ষতও হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় বাবলাছাল, বকুল ছাল, জামছাল, গাবছাল, ও পেয়ারার পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কটকিরির চূর্ণ মিশাইয়া গমম গরম সেই জল দ্বারা কবল করিলে উপকার দর্শে। মুখরোগের খদিরাদি বটিকা ও এই অবস্থায় উপকারক।

প্লীহা স্থানে বেদনা নিবারণের জন্য বন আদা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। যে গোমূত্রের স্বেদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাও এইরূপ বেদনায় হিতকর।

ভাবমিশ্র বলেন,—উৎকৃষ্ট পাকা আমের রস মধু সংযোগে সেবন করিলে প্লীহা রোগ প্রশমিত হয়। শিমুলপুষ্প সুসিদ্ধ করিয়া একরাত্রি পর্য্যুসিত করিয়া রাইসর্ষপ চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে প্লীহা প্রশমিত হয়। যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, পিঁপুল এবং নাটাকরঞ্জের মূল মিলিত দুই তোলা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে প্লীহা-যকৃতে উপকার দর্শে।

অনেক মহর্ষি বর্দ্ধিত প্লীহায় ঘৃত পানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু জ্বর থাকিলে

সে ব্যবস্থা কখনই সমীচীন নহে। যেখানে শুধু প্লীহা এবং সেই প্লীহা বহুদিনের হইয়াছে, সেই স্থানে ঘৃতপানে উপকার দর্শে। সেই গুলির মধ্যে চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত, চিত্রক ঘৃত ও রোহিতক ঘৃত প্রসিদ্ধ। নিম্নে উহাদিগের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চিত্রক পিপ্পলী ঘৃতম্।

পিপ্পলী চিত্রকাম্মূলং পিষ্ট্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।
ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষারং যকৃৎ প্লীহোদরাপহম্॥

গব্যঘৃত ।৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী ও চিতামূল সমান ভাগে মিলিত ।১ সের পাকার্থ জল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

পিপ্পলী গৃতম্।

পিপ্পলী কল্ক সংযুক্তং ঘৃতংক্ষীর চতুর্গুণম্।
পচেৎ প্লীহাগ্নি সাদাদি যকৃদ্রোগ হরং পরম্॥

গব্যঘৃত ।৪ সের কল্কার্থ পিঁপুল ।১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রকস্য তুলাক্বাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরনালং তদ্ দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্॥
পঞ্চকোলকতালীশ ক্ষারে লবণ সংযুতৈঃ।
দ্বিজীরক নিশা যুগ্মৈ মরিচং তত্র দাপয়েৎ॥

গব্যঘৃত ।৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও মরিচ সমভাগে মিলিত ।১ সের। কল্ক পাকার্থ জল ১৬ সের। ক্বাথার্থ চিতামূল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ১৬ সের। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

পথ্যাপথ্য।

প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে পথ্যাপথ্য জীর্ণ জ্বরের মত।

(ক্রমশঃ)

সম্বর লবণ।

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত এল, এম, এস)

বৈদ্যবংশের স্বনামধন্য মহাপুরুষ—রায় সংসারচন্দ্র সেন যখন জয়পুরাধিপতি মহারাজা মাধো সিং মহোদয়ের প্রধান মন্ত্রী, তখন একবার জয়পুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সংসার বাবুর অনুগ্রহে—সেই সময় রাজপুতানার "সম্বর হ্রদ" দেখিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। "সম্বর হ্রদ" একটী দেখিবার জিনিষ। ইহাকে লবণের অক্ষয় ভাণ্ডার বলিলে বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "পঞ্চলবণ" অতি প্রসিদ্ধ। "সাম্ভার লবণ" সেই পঞ্চলবণের অন্যতম। সম্বরহ্রদ হইতে যে লবণ উৎপন্ন—তাহারই নাম "সাম্ভার লবণ"। কিন্তু পশা-

রীর দোকানে সাম্ভার লবণ চাহিলে, এই সম্বর হ্রদজাত লবণই যে পাওয়া যায়—এ বিশ্বাস আমার নাই। যাহাতে কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধার্থে প্রকৃত "সাম্ভার লবণ" সংগ্রহ করিতে পারেন, সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাম্ভারের একটু পরিচয় দিব।

রাজপুতানায় সম্বর হ্রদজাত লবণ "সামার লবণ" নামে বিখ্যাত। তথাকার লোকে এই লবণই ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে এ লবণের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যখন লিবারপুলের লবণ আমদানী হয় নাই, তখন সাম্ভার লবণই লোকে অন্ন ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিত। খাস সহর কলিকাতায় সাম্ভার লবণ প্রচুর পাওয়া যাইত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে জানি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, বেহার অঞ্চলে, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে এই সাম্ভার লবণই লোকে সস্তাদরে কিনিয়া খাইত। এখনকার কথা ঠিক বলিতে পারি না, তবে রাজপুতানা অঞ্চলে—এখনও অন্য লবণ প্রবেশাধিকার পায় নাই, সেখানে এখনও সম্বর লবণ সুলভ ও সমাদৃত।

সাম্ভার লবণ—সূক্ষ্মচূর্ণ নহে, অপরিষ্কারও নহে। দেখিতে শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। ইহার দানা—ছোট বড় নানা আকারের, হীরক খণ্ডের মত কোণ্ বিশিষ্ট। বৈদ্য চিকিৎসকগণ—সাম্ভার লবণ কিনিবার সময় এ কথাটী স্মরণ রাখিবেন।

সম্বর হ্রদ দেখিতে বড় সুন্দর—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময়। মাটীর ভিতর হইতে—ইহাতে জল চুয়াইয়া উঠে। সে জল স্থানে স্থানে, কোথাও একহাত, কোথাও দুইহাত, কোথাও বা তিন চারি হাত গভীর। মাটীর ভিতর হইতে উঠিলেও জল বেশ নির্ম্মল। কিন্তু অধিক দিন তরল অবস্থায় থাকে না। কখনও একদিন, কখনও বা দুই দিন পরেই—ঐ ভূগর্ভোত্থিত জল—আপনা হইতেই বরফের মত জমিয়া যায়। তখন লোকে দেখে উহা বরফ নহে, লবণ। মজুরেরা লৌহ অস্ত্রে কাটিয়া ঐ লবণ তুলিয়া আনে। লবণ তোলা হইয়া গেলে—দুই চারিদিন হ্রদে আর জলের চিহ্ন থাকে না। তাহার পর ঐন্দ্রজালিক রহস্যের মত—আবার মাটী হইতে জল চুয়াইয়া উঠে, আবার উহা কমিয়া লবণে পরিণত হয়। সম্বর হ্রদের এই লীলা যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে! যুগযুগ ধরিয়া লোকে সম্বরের বক্ষ হইতে লবণ তুলিতেছে! সে লবণ যেন অক্ষয়, অনন্ত, অসীম, অফুরন্ত!

সম্বরজাত লবণ খণ্ড—বিচিত্র আকারে কাটিয়া, ঘষিয়া, মাজিয়া, কারুকার্য্য ফলাইয়া, শিল্পীগণ অলঙ্কার, মালা, মুকুট প্রভৃতি প্রস্তুত করে, সে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ হয়। সুরসিক শিল্পী—শরকাঠি দিয়া—মন্দির প্রাসাদ, জীব জন্তু প্রভৃতির কাঠামো রচনা করিয়া, ঐ গুলি সম্বরের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া আসে। একদিন দুইদিনের মধ্যেই সম্বর-নীর লবণত্ব প্রাপ্ত হইয়া কাঠি গুলিকে আঁটিয়া ধরে। তখন শিল্পীগণ উহা তুলিয়া আনে। লোকে দেখে—স্ফটিকের বাড়ী, স্ফটিকের মন্দির, স্ফটিকের হস্তী, স্ফটিকের অশ্ব! তাহা রবি-করে প্রফুল্ল, চন্দ্র-কিরণে রজত নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হইতেছে! বিলাসী—বহুমূল্য দিয়া তাহা কিনিয়া গৃহ শোভা বর্দ্ধন করিতেছে! অসার শরকাঠি নির্ম্মিত দ্রব্য, তুচ্ছ লবণের

আলিম্পণে—বিলাসীর সখের সামগ্রীতে পরিণত হইতেছে!

রাজপুতানার বাতাস, অতি শুষ্ক, রুক্ষ ভাবাপন্ন। সে থানে লবণের খেলানা—অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশের সরস বাতাসে—উহা গলিয়া যায়। যদি কোন রাসায়নিক ঐ গুলিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার উপায় বাহির করিতে পারেন, বিলাসী বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার একটা নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হয়।

সম্বর তীরে সম্বর-নগর অবস্থিত। জয়পুরাধিপতি এই নগরের অধিকারী। সম্বরহ্রদ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত। লর্ড লিটন ইহা ইংরাজের পক্ষ হইতে কিনিয়া লইয়াছিলেন। এই সম্বরের তীর পর্য্যন্ত—রেল আসিয়াছে, নানাস্থানে লবণও রপ্তানী হইতেছে। ইহাই সম্বরের জীবন্ত ইতিহাস। ইহার পৌরাণিক ইতি কাহিনীও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

পুরাণে সম্বর অসুরের নামের উল্লেখ আছে। সম্বর নগর—তাহারই প্রতিষ্ঠিত। কোনও কারণে—মদনের সঙ্গে—ঐ অসুরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সময়ে সম্বর—কাম-হস্তে নিহত হয়। সেইজন্য কামের একটী নাম "সম্বরারি"। হত দস্যুর মেদ, মজ্জা, অস্থি, মাংস—যেখানে পড়িয়াছিল, সেখানে সম্বর হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে—এবং সেই মেদ মজ্জা অস্থি মাংস হইতে লবণ জন্মিয়াছে। এ সকল—কবি কপোল কল্পিত গল্পকথা। অস্থি হইতে লবণ জন্মে কিনা জানিনা,—অস্থির দ্বারা লবণের ময়লা যে কাটে, ইহা কিন্তু প্রামাণিক সত্য।

সম্বর নগরের প্রান্তভাগে গন্দাদেবীর মন্দির বিরাজিত, এই মন্দিরের পাদ মূলে—একটী জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেইহাকে "দেওদানী" বলে। "দেওদানী" দেবযানী শব্দের অপভ্রংশ। জনশ্রুতি এই—শর্ম্মিষ্ঠা—হিংসায় জ্বালায় শুক্র সুতা দেবযানীকে এই জলাশয়ে (কূপে) ফেলিয়া দিয়াছিলেন, রাজা যযাতি এই কূপ হইতে শুক্রনন্দিনীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তবে কি এই সম্বর নগর—পুরাকালে মহাভারতোক্ত "চৈত্ররথবন" ছিল? প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ইহার অনুসন্ধান করুন; আমি কিন্তু অনুসন্ধানে জানিয়াছি—সম্বরহ্রদজাত লবণ ভারতের একটী মহৌষধ। সম্বর নগরে যাহারা বাস করে, সম্বর হ্রদে যাহারা লবণ উত্তোলনের কাজ করে,—তাহাদের কখনও কলেরা হয় না। সম্বরের বাতাস—লবণ কণায় পূর্ণ, রেলপথে সম্বরের তীরস্থিত ষ্টেশনে নামিবামাত্র—যাত্রীর সর্ব্বাঙ্গ লবণাক্ত হইয়া উঠে। মুখের আস্বাদ পর্য্যন্ত লবণাক্ত হয়, সে লবণ—হাজার বার মুখ প্রক্ষালনেও যায় না। পরীক্ষায় প্রমাণ হইয়াছে—সম্বরে বায়ুবাহিত লবণকণা, নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এই লবণকণাই কলেরার একটী প্রধান প্রতিষেধক। সম্বরের জলবায়ু মৃত্তিকায়—যে লবণকণা মিশিয়া আছে,—তাহারই নৈসর্গিক শক্তিবলে সম্বরবাসীর শরীরে কলেরার কমা জারম প্রবেশ করিতে পারে না। অথবা প্রবেশ মাত্র ধ্বংস হইয়া যায়। অ্যালোপ্যাথি মতে স্যালাইন্ ইন্জেক্সন—কলেরার মহৌষধ। সম্বরের লবণেরও কলেরার বিষ বিনাশের অপূর্ব্ব শক্তি আছে। আমি স্বয়ং ইহা বহুস্থলে পরীক্ষা করিয়াছি।

৩ বৎসর পূর্ব্বে এক পল্লীগ্রামে কুটুম্বের বাটী গিয়াছিলাম। যানবাহনের যোগাড় করিতে না পারায় যেখানে রাত্রিবাস করিতে হয়। নৈশ আহারের পর সংবাদ পাইলাম—কুটুম্বের একজন প্রতিবেশীর যুবতী পত্নীর কলেরা হইয়াছে। আমি ডাক্তার—এইরূপ পরিচয় পাইয়া প্রতিবেশী মহাশয় আমার শরণাগত হইলেন। আমি রোগিণীকে দেখিতে গেলাম;—তখন তাহার নাড়ী লোপ হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ তুষারের মত ঠাণ্ডা। বাঁচিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। এ অবস্থায় কি করিব? সে গ্রামে ডাক্তার বা ডাক্তারখানা নাই, ঔষধ কোথায় পাই? আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই কিছু "ভাস্কর লবণ" থাকিত। অনন্যগতি হইয়া তাহাই রোগিনীকে সেবন করাইলাম। ১ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করিয়া, রোগিণী অনেক সুস্থ হইল। সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। সাম্ভার লবণ—ভাস্কর লবণের একটী উপাদান। আমার মনে বিশ্বাস হইল ঔষধস্থিত সাম্ভার লবণেই রোগিনী আরোগ্যলাভ করিল।

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ লেখক—রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে—আমি প্রথম শুনি—সম্বর লবণ, কলেরার প্রতিষেধক। তার'পর নিজে—বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। বাস্তবিক সম্বর লবণের কি আশ্চর্য্য শক্তি। উহা কলেরাগ্রস্ত রোগির রোগ নিবারণ করে, সুস্থ ব্যক্তিকে কলেরার হস্ত হইতে রক্ষা করে। আশা করি সকলেই ইহার সত্যতায় মুগ্ধ হইবেন।

কোন গ্রামে বা কোন বাটীতে কলেরার আবির্ভাব হইলে, সম্বর লবণ ব্যবহার করা উচিত। একটী পাত্রে নূতন অঙ্গার চূর্ণ এবং সম্বর লবণ জল দিয়া গুলিবে। ঐ জলে চাদর বা পর্দ্দা ভিজাইয়া লইয়া, সেই পর্দ্দা বা চাদর—ঘরের সমস্ত জানালা ও কপাটে ঝুলাইয়া দিবে। পর্দ্দা শুকাইয়া গেলে আবার উক্ত লবণ জলে সিক্ত করিয়া লইবে। ইহাতে অসুবিধা বোধ করিলে,—সম্বর লবণের পুঁটলী গৃহের বায়ু প্রবেশ পথে টাঙ্গাইয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দিয়া পুঁটলী আর্দ্র করিয়া রাখিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় লবণকণা অতি সহজে বায়ু প্রবাহে মিশিয়া থাকে।

প্রত্যহ ১বার করিয়া ঐ লবণ মিশ্রিত জলপান করিবে। ব্যঞ্জনাদিতে ঐ লবণ ব্যবহার করিবে। তাহা হইলে আর কলেরা আক্রমণের ভয় থাকিবে না।

লবণ কলেরা রোগীর পক্ষে মহৌষধ—বিলাতী বিজ্ঞানেরও এ বিশ্বাস হইয়াছে। তাহার প্রমাণ—"স্যালাইন্ ইন্‌জেক্‌সন্"। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই—সম্বর লবণের এই অপূর্ব্ব শক্তি কেমন করিয়া ঋষিযুগেও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোন্ সুদূর অতীতের অজ্ঞের অন্ধকারে বসিয়া যে ঋষি বলিয়াছেন—

শাকম্ভরং ত্রিদোষঘ্নং
দীপনং পাচনং পরং।
বিসূচী কৃম্যতিসার-
শূল গুল্মাদিকং জয়েৎ।

শাকম্ভর (সাম্ভার লবণ) ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিদীপ্তিকারক, এবং পাচক। ইহা ব্যবহারে বিসূচী (ওলাউঠা) ক্রিমি, অতিসার, শূল ও গুল্মাদি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে; সে ঋষি সত্যই দেবতা। তাঁহাকে প্রণাম করি।

আমার অনুরোধ—কবিরাজ মহাশয়েরা জয়পুর হইতে সাম্ভার লবণ আনাইয়া যেন ঔষধ প্রস্তুত করেন। বেণে-পসারিগণ—অনেক সময় সাম্ভারের পরিবর্ত্তে করকচ বা সৈন্ধব দিয়া থাকে। বলা বাহুল্য তদ্দারা সাম্ভারের অভাব পূর্ণ হয় না। দ্রব্যগুণতত্বে লবণবর্গের মধ্যে সৈন্ধবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও আমার বিশ্বাস সাম্ভারলবণই লবণোত্তম।

বৈদ্যের "কবিরাজ" নাম কেন ?

(শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম, এ)

পূজার সুদীর্ঘ অবকাশ পাইয়া ব্রজবল্লভ ভায়ার সঙ্গে প্রবীন বৈদ্য সদানন্দ সেন মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেন মহাশয়ের বেয়স শুনিলাম বিরানব্বই বৎসর! লম্বোদর তুল্য বিরাট দেহ—মাথায় তুষার শুভ্র কেশ, সহাস-মুখে সরলতার দিব্য দীপ্তি, ললাটে প্রতিভার চিহ্ন,—মূর্ত্তিমান ঔদার্য্যের মত তিনি একখানি কম্বলাসনে বসিয়াছিলেন। দেখিয়া মনে হইল—যেন বৈদিক যুগের ঋষি! স্বাস্থ্য সম্পদে সম্পন্ন, শান্ত সংযমে শোভাময়, মধুর বিনয়ে ঢল ঢল—অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বড় ভক্তি হইল। স্নিগ্ধ স্নেহার্দ্র স্বরে বৃদ্ধ আমাদের বসিতে বলিলেন।

অনেক কথা হইল—অতীতের কথা, সেকালের কথা। শুনিতে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। পুত্র-পৌত্রকে সংসারের ভারার্পণ করিয়া বোদ্‌ড়া গ্রাম হইতে বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতেছেন। উপভোগে ক্লান্ত হইয়া যেন তপোবনের যজ্ঞ বেদিতে বসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—বৈদ্য চিকিৎসক গণের "কবিরাজ" নাম কেন হইল? হাস্য মুখে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"তা' বুঝি জাননা? চিকিৎসক হইতে গেলে কবির মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, এবং অনন্য সাধারণ প্রতিভা চাই। কথাটা একটু ভাঙ্গিয়া বলি শুন। কবিকে যেমন পৃথিবীর বন, নদী, সাগর, পর্ব্বত, নগর, তীর্থ, দেবালয় প্রভৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি অঙ্কিত করিতে হয়, বৈদ্যকেও তেমনি ঐ সকলের রহস্য বুঝিতে হয়। বৈদ্যকে কবির হৃদয় লইয়া মনের গূঢ়তম অন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিতে হয়। ভবভূতি যেমন কবির "শত শিক্ষার" কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বৈদ্যেরও তেমনি "শত শিক্ষা" আবশ্যক। তুচ্ছাদপি তুচ্ছ মানসিক বিকারে—স্ত্রীপুরুষের দেহের, মুখের, ওষ্ঠাধরের ললাট ফলকের, নেত্রমণ্ডলের কিরূপ ভাবান্তর হয়, কবি যেমন তাহা সূক্ষ্ম ভাবে দেখিয়া থাকেন; বৈদ্যকেও তেমনি উহা লক্ষ্য করিতে হয়। সেকালের কবিরা

রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প, স্বরভেদ, হেলা, লীলা, বিভ্রম বিলাস, বিব্বোক, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, কিল কিঞ্চিৎ প্রভৃতি নানা প্রকার দৈহিক পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিতেন ; বৈদ্যকেও ঐ সকল পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইত। নহিলে তাঁহার শারীর শাস্ত্র শিক্ষা অসম্পুর্ণ থাকিত। কবির মত সূক্ষ্মদর্শিতা না থাকিলে মানব দেহের অসংখ্য অস্থি, মাংস, পেশী, শিরা, কণ্ডরা, স্নায়ু ও যন্ত্রাদির সহিত চিকিৎসক কি পরিচিত হইতে পারেন? আমি একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা তোমাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ধর, চক্ষু—মানবের একটী প্রধান ইন্দ্রিয়। চক্ষুর শক্তির নাম দৃষ্টি শক্তি। কিন্তু ঐ দৃষ্টি শক্তির ভঙ্গী কত রকম, জান?

১। অদ্ভুতা।

সমাকুঞ্চিত পক্ষাগ্রা বিস্ময়োদ্ভূত তারকা।
সৌম্যা বিকসিতান্তাচ দৃষ্টিঃ স্যাদদ্ভুতাভিধা॥

২। অলস।

অলসং তদভীষ্টার্থাদ্ ব্রীড়াস্থৈর্য্যন্নিবর্ত্ততে।

৩। আকেকরা।

আকুঞ্চিত পুটাপাঙ্গসঙ্গতার্থ নিমেষিনী।
মুহুর্ব্যাবৃত্ত তারাচ দৃষ্টিরাকেকরা স্মৃতা॥

৪। কটাক্ষ।

যদ্‌গতাগতি বিশ্রান্তি বৈচিত্রেণ বিবর্ত্তনং।
তারকায়াঃ কল্যাভিজ্ঞাস্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে॥

৫। অপাঙ্গ।

অপাঙ্গে তারা বিক্ষেপদরাপাঙ্গ ইতি কথ্যতে।

৬। কান্তা।

হর্ষ প্রসাদ-জনিতা কান্তাত্যর্থং সমন্মথা।
স ভ্রুক্ষেপ কটাক্ষা চ শৃঙ্গারে দৃষ্টি রিষ্যতে।

৭। কুঞ্চিতা।

অনাকুঞ্চিতা পক্ষাগ্রা পুটৈরাকুঞ্চিতৈ স্তথা।
সংনি কুঞ্চিত তারা চ কুঞ্চিতা দৃষ্টি রুচ্যতে॥

৮। চতুর।

চতুরং কিঞ্চিদুচ্ছ্বাসান্ মধুরা রচনা ভ্রুবোঃ।

৯। জিহ্মা।

ললিতা কুঞ্চিত পুটা শনৈস্তির্য্যগ্বি সর্পিনী।
নিগূঢ়া গূঢ় তারা চ জিহ্মাদৃষ্টিরুদাহৃতা॥

১০। দীনা।

অর্দ্ধস্রস্তোত্তর পুটাচ্ছন্ন তারা জলাবিলা।
মন্দ সঞ্চারিণী দৃষ্টি দীনেতি পরিকীর্ত্ততে॥

১১। নির্ব্বিকরা।

ললিতা কুঞ্চিতা যাচ যাচ ধীরাবলোকিনী।
নির্ব্বিকারা চ দৃষ্টিঃ সা সান্ধ্যব্যাকার গুপ্তিযু॥

১২। নিস্পন্দ।

নিস্পন্দং তদ্ যদন্যত্র দৃষ্টান্নস্পন্দতে কচিৎ।

১৩। বলিত।

বলিতং তন্নিবৃত্তস্য ভূয়স্ত্য স্ত্রাবলোকনং।

১৪। বিকসিত।

বিকসিত যদ্বিষায় বিশেষমব গাহতে।

১৫। বিকুর্ণিত।

ভাগত্রয়স্য সংকোচো বিকাসস্থপরস্তু চ।
যস্যাদৃষ্টে বিবর্লেক্ষণ তদ্বিকুর্ণিত মুচ্যতে॥

১৬। বিষাদিনী।

বিষাদবিস্তীর্ণপুটা পর্য্যস্তান্তা নিমেষিণী।
কিঞ্চিন্নিষ্ঠব্ধ তারা চ নার্য্যাদৃষ্টির্ব্বিষাদিনী।

১৭। বিস্তারী।

যেনাশ্লিষ্টো হি বিষয় স্তদ্বিস্তারীতি কথ্যতে।

১৮। বিস্ফারিত।

আয়তং বিস্ফুরত্তারং বিস্ফারিত মুদাহৃতং।

১৯। বিস্মিতা।

বিস্ময়োৎফুল্ল তারা চ হৃষ্টাভয়পুটাঙ্কিতা।
সমা বিকসিতা দৃষ্টি র্বিস্মিতা বিস্ময়স্মৃতা॥

২০। প্রসন্ন।

প্রসন্নং তদ ভবেৎ সভ্রূবিলাসং সস্মিতং চ যৎ।

২১। মধুর।

শীতলী ক্রিয়তে তাপো যেন তন্মধুরং মতং।

২২। মসৃণ।

মসৃণং তত্ত্ব্ বিজ্ঞেয় মনুরাগ কথান্বিতং।

২৩। মুকুলা।

সুখোন্মীলিত তারা চ মুকুলা দৃষ্টিরিষ্যতে।

২৪। মুগ্ধা।

মুগ্ধা নিমীলিতাকারা সুখসম্ভোগ ভাবনে।

২৫। আনন্দ।

গন্ধে স্পর্শে চ হর্ষে চ হ্যানন্দ দৃষ্টিরিষ্যতে।

২৬। শ্রান্ত।

রতান্তে চ শ্রমে চৈব শ্রান্ত দৃষ্টি রুদাহৃতং।

২৭। ধীর।

স্বভাবালোকিতং ধীরং ভাবগর্ভমপিচ্ছলাৎ।

২৮। মুকুলিতা।

দৃষ্টি র্মুকুলিতা স্বপ্না সুখ নিদ্রাসু বর্ত্ততে।

২৯। ললিত।

প্রেমার্দ্র যস্ত বিকসত্তারং ললিত মীরিতং।

৩০। ললিতা।

সমন্মথ বিকারা চ দৃষ্টিঃ সা ললিতা স্মৃতা।

৩১। লোল।

ধারাবাহিক সঞ্চারো যস্য তল্লোল মুচ্যতে।

৩২। শঙ্কিতা।

কিঞ্চিচ্চলা স্থিরা কিঞ্চিন্নমিতা তির্য্যগায়তা।
গূঢ়া চকিত তারা চ শঙ্কিতা দৃষ্টি রুচ্যতে॥

৩৩। শূন্যা।

তারা সমপুটা স্নিগ্ধা নিষ্কম্পা শূন্য দর্শনা।
বাহ্যার্থ গ্রাহিণী শ্যামা শূন্যদৃষ্টিস্ত চিন্তনাম্।

৩৪। সস্পৃহ।

ভূয়ো ভূয়ঃ স্পৃহা যত্র দৃষ্টেস্তৎ সস্পৃহং ভবেৎ।

৩৫। স্তিমিত।

স্বগোচরান্ন চাল্যে ত যত্তৎ স্তিমিত মুচ্যতে।

৩৬। স্নিগ্ধ।

স্নিগ্ধং যদ্রতি ভাবেন স্নেহ গ্রামেণ সংযুতং।

৩৭। স্ফুরিত।

স্ফুরিতাশ্লিষ্ঠ পক্ষাগ্রা মুকুলোর্দ্ধ পুটাচ্ছিত্রতাঃ।

৩৮। স্মের।

প্রস্ফুয়ৎ পক্ষতারং যৎ তৎ স্মেরমিতি কথ্যতে।

আরও অনেক রকম দৃষ্টি ভঙ্গী আর্য্যগণ বর্ণনা করিয়াছেন। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ, এক চক্ষুর ভাবান্তর, দৃষ্টির সূক্ষ্মশ্রেণী বিভাগই কত রকম। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গের বিকার ও ভাবান্তর বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসক হইতে গেলে ঐ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। মানব দেহের পার্থিব তত্ত্বের, দ্রব্যগুণের,—এইরূপ অনন্ত সূক্ষ্মস্তর ও শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বৈদ্যকে তাহা জানিতে হইত। সেই জন্যই বৈদ্যকে লোকে 'কবিরাজ" বলিত। এখন যেমন তোমাদের দেশে যে সে 'কবি' হইয়া কবিতা লিখিতেছে, তেমনি—দাদের মলম, কেশ তৈল, সালসা ও পেটেণ্ট বড়ী লইয়া যে সে ব্যক্তি আপনাকে কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দিতেছে! পূর্ব্বে কবি ও বৈদ্য হওয়া এতটা সহজ ছিল না। পূর্ব্বে কবি মহাকাব্য লিখিতেন, বৈদ্য সংহিতা রচনা

করিতেন ; এখন এ দেশে মহাকাব্য জন্মায় না, সংহিতাও রচিত হয় না।"

কথাগুলি মন দিয়া শুনিলাম। বুঝিলাম সদানন্দ সুরসিক বটেন। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি চাহেন, তাঁহারা কথাগুলা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আর যে, সকল, রোগী বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া যার তার ঔষধ খান—তাঁহারাও সদানন্দের, কথাটা একটু বুঝিয়া দেখিবেন। "কবিরাজ" নামের গৌরব যে কত বেশী, সেইটুকু দেখাইবার জন্যই অদ্যকার এই প্রবন্ধ। এ দেশে আবার আমরা সূক্ষ্মদর্শী 'কবিরাজ' দেখিতে চাই। আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সেরূপ "কবিরাজ" গড়িতে পারিবে কি ?

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গরমী ঘায়ে—(উপদংশে)—পানের বোঁটা, জাঙ্গীহরীতকী, খয়ের ও মুদ্রাশঙ্খ ভস্ম, সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য ফল হয়।

অম্লপিত্তে—কিসমিস, ইক্ষুগুড়, কাঁচা আমলকী ও লবঙ্গ সমভাগে মর্দ্দন করতঃ প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে খাইলে অম্লপিত্তের উপদ্রব দূর হয়।

আমাশয়ে—কুড়চী ছালের রস ২ তোলা, ইসবগুল ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ঐ রসে মিশাইয়া মধু ও জিরাভাজার চূর্ণ সহ খাইলে বেশ উপকার হয়।

আলজিব ফোলায় ও ব্যথায়—গেরিমাটী, কলিচুণ, ও গোল মরিচ একত্র মিশাইয়া একটা কাঁসার বাটীতে একটা কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ গরম করিয়া গলায় প্রলেপ দিলে ব থা নিবারণ হয়।

দাঁতের ব্যথায়—কামিনী-ফুলের পাতা ও খয়ের একত্র /১ সের জলে জ্বাল দিয়া /৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কবল করিলে বেশ উপকার হয়। কিছুদিন ব্যবহার করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়।

রক্তাতিসারে—কুড়চী ছাল ২ তোলা. মুথা ১ তোলা, /॥০ সের জলে জ্বাল দিয়া /৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শোধিত অহিফেন ঐ ক্বাথে ৻১০ আনা মিশাইয়া অবস্থা বিবেচনা করিয়া দিনে ২বার ১ তোলা, মধু সহ প্রয়োগ করিলে আমজন্য পেটে ব্যথা ও রক্ত বন্ধ হইয়া রোগ নিরাময় হয়।

ঋতুদোষে—অশোক গাছের ছাল,

মুসব্বর, জাঙ্গীহুরীতকী, প্রত্যেক ২ তোলা জল ১।॥০ সের শেষ ।৶০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া জীরার চূর্ণ সহ খাইলে কষ্টরজো নিবারিত হয়। প্রসবের পর পেটে ব্যাথা হইলে এই ঔষধ জীরার চূর্ণের পরিবর্ত্তে যবক্ষার ১০ রতি সহ খাইলে উত্তম ফল হয়।

নালীক্ষতে—মানকচুর পচা ডাটা, ও উননের পোড়ামাটী একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নিমের তৈল ও মুদ্রাশঙ্খ ভস্ম মিশ্রিত করতঃ নালী মধ্যে প্রয়োগ করিলে অস্ত্রের ন্যায় কাজ দৃষ্ট হয়।

সুপ্রসবের জন্য—প্রসূতির প্রসব বেদনা উঠিলেই একটা আফুলা কুলগাছ দেখিয়া রাখিতে হইবে। প্রসূতি যখন বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইবে, তখন ঈশান কোনে মুখ করিয়া এক নিশ্বাসে ঐ গাছটী উঠাইয়া আনিতে হইবে। ঐ গাছের শিকড় প্রসূতির কপালের চুলে বাঁধিয়া দিতে হইবে। প্রসূতি যেন কুল শিকড়ের ঘ্রাণ পায়। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই ১০ মিনিটের মধ্যেই সন্তান হইবে। গাছটী তুলিয়া আনার সময় যদি মূলটী না ছিঁড়িয়া বেশ অক্ষত ভাবে উঠে তবে পুত্রসন্তান, যদি মূলটী কিঞ্চিৎ ছিঁড়িয়া যায় তবে কন্যাসন্তান, আর যদি কাণ্ড ও শিকড়ের নিকট ছিঁড়িয়া যায় তবে মৃত সন্তান হইবে। প্রসবের পরই শিকড় খুলিয়া দিতে হইবে, নতুবা বিপদ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। (লেখক নিজে পরীক্ষা করিয়া ৩।৪ স্থানে বেশ ফল পাইয়াছে)।

অজীর্ণে—অম্ল দাড়িমের খোসা ও অম্লবেতস সমভাগে চূর্ণ করতঃ আহারের পর খাইলে বেশ পরিপাক হয়।

বাতরোগে—(১) নিসিন্দা পাতা, মুসব্বর, গোলমরিচ, অহিফেন ও কালধুস্তুর মূল,একত্র বাটীয়া গরম করতঃ বেদনা ও ফুলার স্থানে প্রয়োগ করিলে বেশ ফল হয়। কিন্তু যদি বেদনার স্থানে বেশী ফুলিয়া যায় তবে প্রয়োগে ফুলার বেশী উপকার হয় না। কিন্তু বেদনা কমিয়া যায়। (২) সজিনার ছাল, সর্ষপ ও ধুতুরার শিকড় বাটীয়া গরম করিয়া সন্ধব লবণ সহ প্রলেপ দিলেও বেশ উপকার হয়।

স্বপ্ন দোষে—কালতুলসীর মুকুট ১ তোলা, রসসিন্দুর অথবা হিঙ্গুল ।০ আনা, ও শোধিত অহিফেন ½ রতি একত্র মর্দ্দন করিয়া ২টী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জল সহ ১ বটিকা খাইলে আর স্বপ্নদোষ হয় না।

বিষম জ্বরে—গুলঞ্চের চিনি ১ তোলা, পেঁপের আঠা ½ তোলা, কালমেঘের চূর্ণ ২ তোলা, হিং ও শোধিত বিষ প্রত্যেক এক সিকি, চণক প্রমাণ বটী হইবে। ভাবনা পেঁপের আঠা, আদার রস ও নিসিন্দা পাতার রস।

প্লীহায়—তালজটা ভস্ম ১ তোলা, হিং (শোধিত) ॥০ তোলা, দারুহরিদ্রার মূলের ছালের চূর্ণ ২ তোলা, বিটলবণ ১ তোলা ও অর্কপত্র ॥০ তোলা—একত্র বাটীয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা হইবে। পালিধা মাদারের ছালের রস গরম সহ খাইলে খুব উপকার দেখা যায়। কিন্তু যদি কামলার লক্ষণ থাকে তবে প্রয়োগ করিলে ভাল ফল হয় না।

দিবোদাস।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্যব্যাকরণ তীর্থ বিদ্যাবিনোদ এইচ, এম, বি।]

—:o:—

আবার অন্য এক দিবোদাসের বিষয় পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডে বৈশাখ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে চিত্রোপাখ্যানে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়—যথা "দিবোদাস ইতি বিখ্যাতঃ পুরাকান্তী শ্বরোঽভবৎ। তস্যাপত্যং মহারত্নং নারীণা মুত্তমং সদা॥ ৩৬॥" এই দিবোদাস কান্তি-নগরের রাজা ছিলেন। ইনি এই আলোচ্যের বিষয়ীভূত নহেন।

পুরাণাদি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়-মান হয় যে, ধন্বন্তরি অর্থাৎ রূপককল্পিত সমু-দ্রোদ্ভব সিন্ধুদেশবাসী ভগবান অন্ধ ধন্বন্তরি শঙ্কর গাড়ুডীর শিষ্য ছিলেন। তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে উক্ত আছে যথা—

"নারায়ণাংশো ভগবান স্বয়ং ধন্বন্তরির্মহান।
পুরা সমুদ্র মন্থনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ॥১
সর্ব্বদেবেষু নিষ্ণাতো মন্ত্রতন্ত্র বিশারদঃ।
শিষ্যো হি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ॥২

এই মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ ভগবান্ ধন্বন্তরিই তক্ষক দংশনে জর্জ্জরিত শুষ্ক বৃক্ষকে বিদ্যাবলে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। এবং ইহার সহিত মনসা দেবীর প্রবল যুদ্ধ সমারব্ধ হয়। আর এই ভগবান ধন্বন্তরির সহস্র সহস্র শিষ্য ছিল—তাহাও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

"শিষ্যানাঞ্চ সহস্রেণ গন্তং কৈলাসমীশ্বরি! .... এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও অতি তেজস্বীও মন্ত্রতন্ত্র বিশারদ ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দণ্ডী ধন্বন্তরে শিষ্যো ধৃত্বা তক্ষক মুল্বণম্।
মন্ত্রেণ জৃম্ভিতং কৃত্বা নির্বিষঞ্চ চকারতম্।

এই প্রথম ধন্বন্তরিই দ্বিতীয় ধন্বন্তরি-রূপে দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হইয়া ভরতপুত্র ভরদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টধা বিভক্ত করেন এবং ধন্বন্তরির প্রপৌত্র কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি ইন্দ্রের শিষ্য ছিলেন এবং ইহারই শিষ্য সুশ্রুতাদি। সুশ্রুত সংহিতার মধ্যে প্রথম ধন্বন্তরিই দিবো-দাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যথা;—

"যেনামৃতমপাং মধ্যাদুদ্ধৃতং পূর্ব্বজন্মনি যতোঽমরত্বং সম্প্রাপ্তা ত্রিদশা ত্রিদিবেশ্বরাৎ। শিষ্যাস্তং দেবমাসীনং প্রপচ্ছুঃ সুশ্রুতাদয়ঃ"॥ যিনি পূর্ব্বজন্মে জলমধ্য হইতে অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং যাঁহা হইতে দেবতারা অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ত্রিদিবেশ্বর ধন্বন্তরি আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে সুশ্রুতাদি শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন। ইহা সুশ্রুত সংহিতার উত্তর তন্ত্রে ৩৯ অধ্যায়ে উক্ত আছে।

দিবোদাস অনেকস্থলে মাত্র ধন্বন্তরি নামে খ্যাত আছেন। অগ্নিপুরাণে একোনাশিত্যা-ধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অগ্নিদেব বলিতেছেন—"আয়ুর্ব্বেদং প্রবক্ষ্যামি সুশ্রুতায় যমব্রবীৎ। দেবো ধন্বন্তরিং সারং মৃতসঞ্জীবনী

করং করং॥ সুশ্রুত উবাচ ;—আয়ুর্ব্বেদং মম ব্রুহি নরাশ্বেভরুগর্দ্দনম্। সিদ্ধযোগান্ সিদ্ধমন্ত্রন্ মৃতসঞ্জীবনীকরান্॥" তৎপরে ধন্বন্তরিরুবাচ বলিয়া বিশাল আয়ুর্ব্বেদের বিস্তৃত বিষয়াবলি বিবৃত করিয়াছেন। আবার সুশ্রুতের কল্পস্থানের উপসংহারে আমরা দেখিতে পাই সেখানে এমন একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে যাহাতে কাশিরাজ দিবোদাস প্রভৃতির কোন কথারও উল্লেখ নাই। তাহার স্থানে সেখানে আছে ; ঋষি, ইন্দ্রপ্রভাব, অমৃতযোনি, ভিষগ্ গুরু, যথা ; "ঋষিরিন্দ্রপ্রভাবস্তা অমৃতযোনে র্ভিষক্‌গুরোঃ॥" দিবোদাস যে ভিষক্‌গুরু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুশ্রুত বলিতেছেন "সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ স্তপোদৃষ্টি রুদারধীঃ। বৈশ্বামিত্রং শশাসাথ শিষ্যং কাশিপতি-মুনিঃ॥" সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, উদার-বুদ্ধি কাশিপতি মুনি ধন্বন্তরি নিজ শিষ্য বিশ্বা-মিত্র-তনয়কে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার উত্তর তন্ত্রের ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ে ও আছে—"অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদবিদং দিবোদাসং মহামতিম্। ছিন্ন শাস্ত্রার্থ সন্দেহং সূক্ষ্ম গাধমিবোদধিম॥ বিশ্বামিত্র সুতঃ শ্রীমান সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি॥ দেব দিবোদাসের মতই সর্ব্বত্র অপ্রহিহত হইয়াছে। সুশ্রুতে গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়ে গর্ভের অঙ্গপ্রতঙ্গ উৎপত্তির বিচারে আয়ুর্ব্বেদায়ার্য্য গণের যেসকল মত সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে সৌনক, কৃতবীর্য্য, পারশর্য্য, মার্কণ্ডেয়, সুভূজি, গৌতমের মত অসম্ভব বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। "তৎতুলসম্যক্"। আর দিবোদাসের মতই প্রাধান্য ভাবে অধ্যাহৃত হইয়াছে। দিবোদাস বলিয়াছেন ; "গর্ভাঙ্গ-প্রত্যঙ্গানি যুগবৎ সম্ভবন্তি ইত্যাহ—ধন্বন্তরি গর্ভস্য।" যদিও ডল্বনে সুশ্রুতধৃত এই অংশটী পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু এ সম্বন্ধে দিবোদাসেরই মত যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত তাহা চরক—সংহিতায় শারীরস্থানের ৩য় অধ্যায় স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। চরক সংহিতায় অগ্নিবেশের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি আত্রেয় যাহা বলিতেছেন তাহাতেও দিবোদাসকে কেবল মাত্র ভিষক্ গুরু অমৃতযোনি ইন্দ্রপ্রভাব ও ঋষি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। মহর্ষি পুনর্ব্বসু এই দিবোদাস ধন্বন্তরিকেই লক্ষ্য করিয়া আবশ্যক স্থলে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের চিকিৎসার শরণাগত হইতে একেবারেই ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল শারীর তত্ত্বে দিবোদাসের সমকক্ষ সে সময়ে কেহই ছিল না। চরক সংহিতার শারীর স্থানে গর্ভাঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহর্ষি পুনর্ব্বসু ও সৌনকাদি ঋষিদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন "তত্তু ন সম্যক্" তারপর বলিয়াছেন ; ধন্বন্তরির মতই যুক্তিযুক্ত ; তিনি বলিয়াছেন সর্ব্বাঙ্গের উৎপত্তি যুগপৎ সংঘটিত হয় "তদুপলম্" । সুশ্রুত সংহিতাপ্রোক্ত দিবোদাস ধন্বন্তরিকে যে এই স্থানে মহর্ষি আশ্রয় লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা সুনিশ্চিত। আর ইহাও ঠিক যে ইনি দ্বাপরের ভরদ্বাজ শিষ্য ধন্বন্তরি নহেন । আত্রেয় কলিযুগের কথাই আপনার মুখে অনেক স্থলে উপদেশ চ্ছলে প্রকাশ করিয়াছেন যেমন 'বর্ষশত মায়ুরস্মিন্ কালে" সুতরাং সুশ্রুতপ্রোক্ত ভিষক্‌গুরু ধন্বন্তরি যে কলিকালের দিবোদাস ধন্বন্তরি তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই । ভিষক্‌গুরু দিবোদাস কলিযুগের ধন্বন্তরির অবতার। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে

হরিবংশে প্রোক্ত ধন্বপুত্র ধন্বন্তরি দ্বাপরযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিলেও যে শল্যতন্ত্রের জন্য সুশ্রুত সংহিতা আজ জগতে ধন্য ধন্য এবং একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য প্রধান রূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দিবোদাস ধন্বন্তরির প্রসাদে আর্য্য ভূমির একটি প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন বেদপ্রোক্ত দিবোদাস আর বারানসীর অধিপতি দিবোদাস একই ব্যক্তি নহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ঘটিয়া যায় কারণ দিবোদাস কলিযুগের অবতার হইয়া কি প্রকারে বেদে স্থান পাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে বেদ সংগ্রহ গ্রন্থ যে সকল গান, মন্ত্র ও বিধি বিক্ষিপ্ত হইয়া দেবতা ও ঋষিগণের মুখে মুখে ব্যবহৃত হইতেছিল পরবর্ত্তী কালের মুনি ঋষিবৃন্দ সেই সমস্ত একত্রিত করিয়া অনেক জ্ঞানের আধার বেদের সৃষ্টি করেন, সেই কারণেই প্রত্যেক গানের ও মন্ত্রের সংগ্রহ কর্ত্তা স্থলে পৃথক পৃথক ঋষির নাম দেখা যায় আর দিবোদাসের পিতামহ ধন্বন্তরির আচার্য্য মহর্ষি ভরদ্বাজের সহিত মহামতি দিবোদাসের নামোল্লেখ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১১৬ সূক্তে ১৮ শ্লোকে দেখা যায়।

যদযাতং দিবোদাসায় বর্ত্তিভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা

হে অশ্বিনী কুমার যুগল ? তোমরা আহুত হইয়া ভরদ্বাজকে ও রাজর্ষি দিবোদাসকে অভিষ্ট ফল দান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের গৃহে আগমন করিয়াছিলে।

(ক্রমশঃ)

চরম পরীক্ষার ফল।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান বৎসরে যে এগারটি ছাত্রের উর্ত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা ভিন্ন গত ২২শে মাঘ দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় আর তিন জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের নাম ও বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীমান্ জ্ঞান চন্দ্র গুপ্ত (২য় বিভাগ)
" কৃষ্ণ কান্ত সাহা (৩য় বিভাগ)
" রজনীকান্ত গুপ্ত (৩য় বিভাগ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত]

—:০:—

নূতন রোগ। সম্প্রতি ইউরোপে একটা নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। এ রোগকে Sleepy hiccoughs (তন্দ্রাযুক্ত হিক্কা) বলে। ইহার সহিত মস্তিষ্কের অসাড়তার কতকটা সম্বন্ধ আছে। ইংলণ্ড, সুইর্জার-ল্যাণ্ড এবং মণ্ট্রিল প্রভৃতি স্থানে এই রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। কিছু দিন হইল বার্গিস-আল্লসে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন মাত্র লোক মারা গিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে এই রোগে চারিটা লোকের, মৃত্যু হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনে ষোল জন লোকের এই রোগ হইয়াছে। এই রোগে মানুষকে অকর্ম্মণ্য ও অসাড় করিয়া দেয়, তবে ভরসার মধ্যে এই যে, এই রোগ কম হইতেছে ও মরিতেছেও কম।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও এরূপ মস্তিষ্কের অস-ড়তা ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জন্মে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগও বড় ভয়ানক, ইহাও অন্যান্য সাংঘা-তিক রোগকে উৎপত্তি করে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই নূতন রোগের যেরূপ ভাব গতিক, তাহাতে উহার আক্রমণের পর অপ-স্মার, অন্ধতা, বাতুলতা ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। ইউ-রোপ হইতেই যত বিদঘুটে রোগ ভারতে আসিয়া মৌরস পাট্টা করিয়া বসে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় - ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ ভারতে আসিতেছে। ইন-ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণের ঘা বাঙ্গালীর এখনও শুকাইয়া যায় নাই, তাহার উপর এই রোগ ভারতে আসিলে সত্যই "মরার উপর খাঁরার ঘা" হইবে না কি?—ইউরোপের কৃত্রিম সভ্যতা বাঙ্গালীকে ধনে প্রাণে মারিতে বসিয়াছে—একথা বাঙ্গালী বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না এই তো দুঃখ।

উৎসাহবর্দ্ধন। মাদ্রাস পারলা কাণ্ডির মাননীয় রাজা সাহেব অষ্টাঙ্গ আয়ু-র্ব্বেদ কলেজের উন্নতি কল্পে তাঁহার রাজ্য হইতে শ্রীমান লক্ষণ হেণ্ডি নামক একটী ছাত্রকে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে পাঁচ বৎসরের জন্য বৃত্তি দিয়া এই কলেজে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কুমিল্লা জেলা বোর্ড তাঁহার জেলা হইতে এই কলেজে শিক্ষার জন্য একটী ছাত্রকে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে স্কলারসিপ দিয়া প্রেরণ করিয়া-ছেন। দেশের ধন কুবেরগণ ও জেলা বোর্ড সমূহ আয়ুর্ব্বেদের উপর এইরূপ ভাবে সাহায্য করিলে "আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতি হইতে কতদিন লাগে? সুখের বিষয় এখন অনেকে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতে-ছেন এবং তাঁহার ফলে তাহারা বৃত্তি দিয়া ছাত্র পাঠাইয়া ইহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

চিত্রগুপ্তের হিসাব—বাঙ্গালার

মিউনিপ্যাল স্বাস্থ্যবিবরণীতে প্রকাশ—গত ১৯১৯ সালের জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ঐ বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৩৯৬০০০ বেশী। ১৮৯২ সাল হইতে কোন বৎসরই জন্ম সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম হয় নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, ঐ বৎসর শিশু মৃত্যুর হার—পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৫৫০০০ কম। কলেরার মৃত্যু সংখ্যা ১২৫০০০, বসন্তে ৩৭০০, জরে ১২২৯০৭। সুতরাং জরেই মৃত্যুহার অধিক।

দেশে অজন্মা, নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি এই বর্দ্ধিত মৃত্যুসংখ্যার কারণ বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পানীয় জলের অভাব ও বর্ষার জল নিকাশের অভাবেও বহুস্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রাপ্তি স্বীকার—আমরা ১/১ নং ডাঃ জগবন্ধু লেনস্থ "হানিমান পাবলিশিং কোম্পানী"র নিকট হইতে হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা স্যামুয়েল হানিম্যানের একটি বৃহৎ ফটো প্রাপ্ত হইয়াছি। এ চিত্রটীর মূল্য ॥০ আনা, মাশুল ।০ আনা মাত্র। হানিমানের ফটো প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের ঘরে রাখা আবশ্যক। এরূপ সুন্দর ফটো সকলে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন।

নববর্ষের উপাধি। এবার অন্যান্য উপাধি বিতরণের সহিত গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরীর আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মাগুলি প্রসাদকে "বৈদ্যরত্ন" উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

নদীয়া-হরিপুর "সারস্বত ভবন"—সারস্বত ভবনের সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন, যে আগামী বৈশাখমাসে "সারস্বত ভবনের" ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক গুলি প্রদত্ত হইবে।

১। শঙ্করী রৌপ্যপদক—
বিষয়—বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে হেমচন্দ্রের প্রতিভা।

২। সুধাংশু কবিরাজ-রৌপ্যপদক—
বিষয়—বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের বালক-বালিকাদিগের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

৩। পণ্ডিত সত্যচরণ-রৌপ্যপদক—
বিষয়—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুলাভের উপায়।

৪। চারুস্মৃতি রৌপ্যপদক—
বিষয়—মদ্যপায়ীর পরিণাম। (কেবলমাত্র উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য)

৫। রোহিণী কুমার রৌপ্যপদক—
বিষয়—নদীয়া জেলার বিশেষত্ব কি? (কেবলমাত্র নদীয়া অধিবাসীদিগের জন্য)

আগামী ২০শে চৈত্রের মধ্যে সারস্বত ভবনের সভাপতির নামে ১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২৯নং পড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী স্তোত্র।

যা বিজ্ঞ হৃৎপদ্ম নিবাস সুস্থা,
মোহান্ধকারা পহবোধদাত্রী।
ত্রৈলোক্য লোকার্চ্চিত পাদপদ্মা,
সা ভারতী নো হৃদি নিত্য মাস্তাং ॥

ঘটাশ্রিতে ভাস্বতি চন্দ্রমানে,
রবেদিনে ভাবুক ! ভাবিনীহ !
তদর্চ্চনাতঃ কৃপয়া সমেত্য
সাপূরণীয়া স্বগৈণ বিপশ্চিৎ ॥

এলোপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদ।

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে অন্যান্য কলেজের মত বেলগেছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণও বিচলিত হইতেছে বুঝিয়া গত ৫ই মাঘ ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় ছাত্রগণকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উপদেশ শুনিয়া একটি ছাত্র প্রশ্ন করিয়াছিল যে,—"আমাদের এই শিক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে দেওয়া যাইতে পারে কি না?" তদুত্তরে ডাক্তার বলিয়াছেন যে," না—তাহা হইতে

পারে না, কারণ আমাদের এ শিক্ষা পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যাহা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে এখনও তৈয়ার করিতে পারে নাই এবং কোনকালে পারিবে কি না সন্দেহ।" ডাক্তার বাবু অম্লান বদনে এ কথা বলিয়া গেলেন, সংবাদ পত্রেও তাঁহার সে উক্তি প্রকাশ পাইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই সে কথার প্রতিবাদ করিলেন না, ডাক্তার বাবুর এই উক্তি যে বিষম ভ্রমপূর্ণ কেহ সে কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল না, সেই জন্য বাধ্য হইয়া আমাদিগকে দু' এক কথা বলিতে হইল।

চিকিৎসাতন্ত্রের ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়—প্রথমতঃ ভারতবর্ষেই চিকিৎসা বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। লোক পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে এই বিদ্যা আবিষ্কার করেন, তাঁহার নিকট হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতির নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ইহা আয়ত্ত করেন। ধরিত্রীর জীবগণ যখন পাপাসক্ত হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল—রোগরাক্ষসগণ তখনই আর্য্যভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইল। জীবকুশলেচ্ছু মহর্ষিবৃন্দ প্রাণীজগতের কল্যাণ কামনায় ইন্দ্রের নিকট হইতে এই মহতীবিদ্যার শিক্ষালাভ করিলেন। আর্য্য দেশে এইরূপ ভাবে এই বিদ্যা প্রচারিত হওয়ার পর আরবীয়েরা, তাহার পর গ্রীসবাসিগণ এবং তাহার পর সমগ্র বিশ্ববাসী এই বিদ্যা আয়ত্ত করিল। জগতে চিকিৎসা বিদ্যা প্রচারের ইহাই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, এ ইতিহাস যে কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় জানেন না এমনও নহে।

"ডাক্তারি শিক্ষা পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যাহা আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত হইতে পারে নাই এবং কখনো পারিবে না!" তিনি যে এই কথাটি বলিয়াছেন ইহা যে কিরূপ ভ্রমসঙ্কুল তাহা তাঁহার সহতীর্থ ডাক্তারগণ পর্য্যন্ত একবাক্যে স্বীকার করিবেন। রাজসাহায্যের অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তারি চিকিৎসার নিম্নদেশে পতিত হইলেও ইহার ভেষজকল্পনা যে—ডাক্তারি চিকিৎসা অপেক্ষা সমুন্নত, তাহা ডাক্তারদিগের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র হইতে গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থাই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় মকরধ্বজ ও কস্তুরীর ব্যবহার এখনকার দিনে ডাক্তার মহাশয়েরা কিরূপ করেন—সে কথার আর পরিচয় দিতে হইবে না। জ্বরবিকারের প্রথম অবস্থায় তাঁহারা অন্য ঔষধ চালাইলেও অন্তিমে যখন আর কোনো উপায়ই করিতে পারেন না, তখন তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে রসচিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ এই আয়ুর্ব্বেদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মকরধ্বজেরই শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই মকরধ্বজের মত একটি ঔষধও এপর্য্যন্ত যে এলোপ্যাথির সমগ্র গ্রন্থ খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না—তাহা কে অস্বীকার করিবে। শুধু মকরধ্বজ নহে, শোথে "পুনর্ণবা", শিশু যকৃতে "কালমেঘ", কাসে 'বাসক", রক্তদুষ্টিতে "নিম", স্ত্রীরোগে "অশোক", পুরাতন জ্বরে "গুলঞ্চ"—এগুলিও যে ডাক্তারির মধ্যে চলিয়াছে—"বেঙ্গল কেমিকেলে"র তরল সারগুলির বহুল প্রচলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আয়ুর্ব্বেদের "সূচিকাভরণে"র প্রয়োগ তোমরা শিখিলে না, শিখিলে বুঝিতে—তোমাদের

নবজ্ঞানালোকবিকীর্ণ ইন্‌জেক্‌সনের চিকিৎসা পদ্ধতি—ইহার অনেক পশ্চাতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। বস্তি-চিকিৎসায় তোমরা এখন বাহাদুরী প্রকাশ কর বটে, কিন্তু চরক মহাসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক যদি আয়ুর্ব্বেদের বস্তি চিকিৎসা শিখিতে পারিতে, তাহা হইলে বুঝিতে যে, আয়ুর্ব্বেদের বস্তি-চিকিৎসার নিকট তোমাদের এখনকার বস্তি-চিকিৎসার প্রণালী কিছুই নহে।

এক তোমাদের কৃতিত্ব এখন শল্য চিকিৎসা লইয়া। শল্য চিকিৎসায় তোমরা যে এখন খুব উন্নত হইয়াছ একথা সহস্রবার স্বীকার করি, কিন্তু এই এই শল্য চিকিৎসারও প্রথম আবিষ্কার আমাদেরই ভিতর। তোমাদের অনেকের বিশ্বাস—শুধু বিশ্বাস কেন—তোমরা প্রচার করিয়াও থাক যে, ১৬২৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম হার্ভি নামক একজন সাহেব শরীরে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার (circulation of the blood) প্রথম আবিষ্কার কর্ত্তা। কিন্তু এই হার্ভি জন্মিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহর্ষি সুশ্রুত তাঁহার রচিত সুশ্রুত সংহিতায় এই তথ্য প্রথম প্রকটন করিয়াছিলেন। সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল আড়াই হাজার বৎসরেরও উপর, সুতরাং হার্ভির অস্তিত্ব যে তখন জগতেই ছিল না সে কথা আর বলিতে হইবে না।

এই সুশ্রুত সংহিতায় তোমাদের শারীর-তত্ত্বের সকল কথাই তো বিশদভাবে বিবৃত। তা' ছাড়া সুশ্রুত সংহিতায় সকল প্রকার চিকিৎসার উপদেশ এরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তোমাদের "ওয়েবার", তোমাদের "হির্স বার্গ," প্রভৃতি মনিষী ডাক্তারগণ তো একথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের গ্রহ-বৈগুণ্যে সুশ্রুতের সে শল্য চিকিৎসা আর্য্য চিকিৎসার বিষয় হইতে একরূপ বিলুপ্ত হইলেও ইহার শিক্ষণীয় বিষয়ের অপ্রতুল নাই। সুশ্রুতসংহিতার প্রত্যেক অক্ষরটি বিজ্ঞান এবং দর্শন লইয়া গঠিত। তোমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মধ্যে নিত্য নূতন মত দ্বৈধ ঘটিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফল-মূলাশি আর্য্য ঋষির পুস্তকগুলির মধ্যে নিত্য নূতন মত গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। তাঁহারা যে বিদ্যা চিকিৎসা-জগতে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা চির অভ্রান্ত বলিয়া চিরদিনই আর্য্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

জাতীয় শিক্ষার উন্নতিসাধন করিতে হইলে কারমাইকেল কলেজের প্রশ্নকারী ছাত্রটির কথার প্রতিবাদ না করিয়া প্রত্যেক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থির পক্ষেই যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শিক্ষার অনুরাগী হওয়া উচিত সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

পক্ষান্তরে এ্যালোপাথির অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে সমুন্নত ও অভ্রান্ত ইহার প্রমাণ দিবার পক্ষে এখনকার দিনের কয়েক জন এম, বি; এল, এম, এস, প্রভৃতি উপাধী ধারী চিকিৎসকের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবৃত্তি পরিগ্রহই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ডাক্তারি অপেক্ষা শিক্ষণীয় বিষয় কম থাকিলে কখনই উঁহারা এ বিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক বৈদ্যবৃত্তি পরিগ্রহ করিতেন না।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রত্যেক চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার্থির পক্ষে যে

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই শিক্ষা করা সর্ব্বোতো ভাবে বিধেয় সে পক্ষে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু একথা আমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করিব যে, মহর্ষি সুশ্রুত যুগের মত আবার আমাদের শল্যাদি সর্ব্ব কর্ম্মেই সিদ্ধকাম হইয়া এই বৃত্তি পরিগ্রহ করা উচিত। কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা সহরে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদীয় মেডিক্যাল কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অন্যান্য সার্জ্জারি প্রভৃতি চিকিৎসায় সকল অঙ্গই শিক্ষাদান করা হয়। জাতীয় শিক্ষার আসক্তি পূর্ণ করিবার জন্য এই কলেজের শিক্ষায় অনুরাগ প্রদর্শন অসমীচীন ব্যবস্থা নহে।

দেবতার নিন্দায় যেমন হিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে, সকল দেশের চিকিৎসার সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অযথা নিন্দা প্রচারেও সেইরূপ প্রাণে আঘাত লাগিবার কথা বলিয়া এত কথা বলিলাম। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় মহাসমুদ্র মন্থন করিলে এত ভৈষজ্য রত্ন সংগৃহীত পারে যে, যুগ যুগান্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও কোনো দেশের কোনো চিকিৎসা শাস্ত্র তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেনা।

আর্য্য স্বাস্থ্যনীতি।

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ)

—:০:—

শরীর ও মন লইয়া মানুষ। এই দুইটীর মধ্যে একটীর ত্রুটীতেই মানুষ দুঃখ অনুভব করে। সুতরাং শরীর ও মনের স্বস্বভাব লইয়াই মানুষের স্বাস্থ্য। সেই স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইলে,—শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়—এরূপ বিধি নিষেধ সমূহ অবলম্বন করা উচিত। এ সম্বন্ধে প্রাচীন মহর্ষিগণ প্রণীত শাস্ত্রসমূহে যে সকল অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি সহজ সাধ্য উপদেশ ও উপায় ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ প্রতিপালনে কোনরূপ কষ্ট নাই অথচ প্রতিপালন করিলে প্রভূত উপকার আছে। অতএব যাঁহারা প্রকৃত স্বাস্থ্যসুখ কামনা করেন, তাঁহারা এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে সবিশেষ ফললাভ করিবেন বলিয়া এই প্রবন্ধ সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইতেছে।

প্রাতঃকৃত্য।

সুস্থ ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবনের জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিবেন। পরে মল মূত্রাদি ত্যাগ ও হাত পা প্রভৃতি ধৌত করিবেন।

মুখ ধুইবার সময় দাঁতগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া মাজিয়া ফেলিবেন। যাঁহারা দাঁতন ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে আকন্দ, বট, খদির, ডহরকরঞ্জ অথবা অর্জ্জুন বৃক্ষের শাখা কিংবা কটু তিক্ত কষায়রস যুক্ত কোন বৃক্ষের শাখা দাঁতনরূপে ব্যবহার করা উচিত। দাঁতন করিবার সময় দাঁতের গোড়ার মাংসেতে দাঁতনের কাঠি দিয়া ঘষিবেন না।

যাঁহাদের পেটের অসুখ, বমি, হাঁপানি, কাসি, জ্বর, পিপাসা, মুখে ঘা, হৃদরোগ, চোখের রোগ, কাণের রোগ অথবা মাথার রোগ আছে, তাঁহারা কদাচ দাঁতন কাঠি ব্যবহার করিবেন না। তাঁহারা দন্তমঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হইবে, দাঁত দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইবে, মুখও পরিষ্কার থাকিবে।

দন্তমঞ্জন।

চা খড়ি ৪ তোলা, গিরিমাটী ৪ তোলা, খয়ের চূর্ণ ১ তোলা, সুপারি পোড়া কয়লা ১ তোলা, মাজুফলের চূর্ণ।০ আনা, তাম্বুল চূর্ণ।০ আনা, কর্পূর ৵০ আনা। সমস্ত জিনিসগুলি উত্তমরূপে মিশাইয়া একটী কৌটা বা শিশিতে পুরিয়া রাখিয়া দিবে।

অঞ্জন,—প্রাচীন কালে দৃষ্টিশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য অঞ্জন ব্যবহার করা হইত। চক্ষুঃ তেজোময় পদার্থ, সুতরাং তেজো বিরোধী শ্লেষ্মা চক্ষুর বিশেষরূপে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। অতএব চক্ষুর শ্লেষ্মদোষ নিবারণের জন্য অঞ্জন ব্যবহার করা উচিত। সপ্তাহে একদিন চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। অঞ্জন দিলে চক্ষু দিয়া জলস্রাব হয়। জলস্রাব হইলে চক্ষুর দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়। অঞ্জনের জন্য সৌবীরাঞ্জন ব্যবহৃত হয়। সৌবীরাঞ্জনের চলিত নাম সুর্ম্মা।

তৈল। প্রত্যহ উত্তমরূপে তৈল মাথার অভ্যাস করা ভাল। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মাথায়, কাণে, ও পায়ে বিশেষরূপে তৈল মর্দ্দন করিবে। যাঁহারা উত্তমরূপে তৈল ব্যবহার করেন,—তাঁহাদের জরা, শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বিমল, দেহের পুষ্টি, আয়ুর বৃদ্ধি, সুনিদ্রা, ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে।

যাঁহাদের প্রায়ই সর্দ্দি বা পেটের অসুখ লাগিয়া থাকে—তাঁহাদের প্রত্যহ তৈল মর্দ্দন করা উচিত নহে। তাঁহারা যখন ভাল থাকিবেন, সামান্য পরিমাণে সর্ষপ তৈল মাখিতে পারেন। কিন্তু যেদিন তাঁহারা সর্দ্দি বা পেটের অসুখে পীড়িত হইবেন—সেদিন আর তৈল মাখিবেন না, তাদ্ভিন্ন যাঁহারা প্রয়োজনবশতঃ জোলাপ লইয়াছেন বা বমন করিয়াছেন তাঁহারাও তৈল মাখিবেন না।

ব্যায়াম,—যাঁহারা প্রত্যহ ঘি-দুধ খান, যাঁহাদের শরীর সুস্থ ও সবল,—তাঁহাদের প্রত্যহ শক্তির অনুরূপ ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়ামদ্বারা দেহের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য অগ্নির দীপ্তি ও মেদের ক্ষয় হয় এবং শরীর সুবিভক্ত ও দৃঢ় হইয়া থাকে। ব্যায়াম করিয়া শ্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই ব্যায়াম হইতে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ অধিক পরিমাণে ব্যায়াম করিলে, তৃষ্ণা, ক্ষয়, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর ও বমন প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

যাহারা বালক অর্থাৎ যাহাদের বয়স ১৫।

১৬ বৎসর হয় নাই এবং যাহারা বৃদ্ধ অর্থাৎ বয়সের জন্য যাহাদের শরীরে শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে, তাহারা ব্যায়াম করিবে না। তদ্ভিন্ন, যাহারা বায়ু অথবা পিত্তজন্য ব্যাধিদ্বারা পীড়িত অথবা যাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত তাহাদেরও ব্যায়াম করা উচিত নয়।

শীত ও বসন্তকাল ব্যায়ামের শ্রেষ্ট সময়, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ব্যায়াম করিত হইলে অল্প পরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়ামের পর সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে মর্দ্দন করা আবশ্যক।

উদ্বর্ত্তন,—কুস্তির পর মাটিমাখার নাম উদ্বর্ত্তন। ব্যায়ামের পর সমস্ত শরীরে আমলা অথবা হলুদ বাঁটা বেশ ভাল করিয়া মর্দ্দন করিবে। তাহাতে কফ ও মেদের নাশ হইবে এবং অঙ্গের দৃঢ়তা ও ত্বকের বিমলতা সম্পাদিত হইবে।

স্নান,—উদ্বর্ত্তনের পর স্নান করিবে। স্নানের দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়, দেহের ময়লা চলিয়া যায় ও অগ্নির দীপ্তি হয়, তদ্ভিন্ন স্নান আয়ুষ্কর, উৎসাহ ও বলপ্রদ, এবং কণ্ডূ, শ্রান্তি, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পাপনাশক।

যাঁহাদের বায়ু অথবা পিত্ত প্রধান প্রকৃতি, তাঁহাদের শীতল জলে স্নান করা উচিত এবং যাঁহারা শ্লেষ্মপ্রকৃতি অর্থাৎ যাঁহাদের সর্দ্দির ধাত—তাঁহাদিগের গরম জলে স্নান করা উচিত। কিন্তু তাঁহারা মাথায় কদাচ গরমজল দিবেননা। মাথায় গরম জল দিলে,কেশের ও চক্ষুর বল হীন হইয়া থাকে। অতএব প্রথমে মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিয়া অথবা ঠাণ্ডাজলে মাথা ধুইয়া ফেলিয়া সর্ব্বাঙ্গে গরমজলের পরিষেক করিবে। যাঁহারা চোখের 'মুখের' কানের বা পেটের অসুখে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের স্নান করা উচিত নয়।

প্রসাধন,—স্নানের পর চিরুণী দিয়া মাথা আঁচড়ান ভাল। তাহাতে মাথার ময়লা সকল বাহির হইয়া যায় এবং চুল গুলিও স্বাভাবিক ভাবে থাকিতে পারে। আর্সিতে মুখ দেখাও মঙ্গলকর। কিন্তু আজকালকার মত বিলাসিতার উপকরণ স্বরূপে আর্সি ও চিরুণীর ব্যবহার পূর্ব্বকালে ছিলনা।

আহার—সকলেরই মাত্রা পূর্ব্বক ভোজনকরা উচিত। আহারের মাত্রা হজম করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। যতটুকু পরিমাণ আহার করিলে শরীরের কোনরূপ গ্লানি না জন্মাইয়া যথাসময়ে হজম হইয়া যায়, ততটুকুই তাহার আহারের মাত্রা। যে সকল দ্রব্য সাধারণতঃ লঘু—যেমন খৈ বা সাগু, সে সকলও মাত্রা পূর্ব্বক ভোজন করা উচিত। কেননা একসের খৈ বা একসের সাগু প্রস্তত করিয়া খাইলেও বদহজম হইয়া থাকে। অতএব লঘু দ্রব্য বলিয়া অপরিমিত মাত্রায় আহার করা চলে না। যে সকল দ্রব্য গুরুপাক—যেমন পিঠা বা পরমান্ন প্রভৃতি—সেসকলও হজম করিবার শক্তি বুঝিয়া মাত্রা পূর্ব্বক ভোজন করিলেও হজম হইয়া যায়। সুতরাং আহারের মাত্রা দ্রব্যের উপর নির্ভর করেনা, হজম করিবার শক্তির উপরই নির্ভর করে। মাত্রা পূর্ব্বক ভোজন করিলে সহজে কোন রোগ হয় না এবং জীবনও সুদীর্ঘ হয়।

আহার দ্রব্য গরম গরম ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া খাওয়া উচিত। গরম জিনিসে আহারে রুচি জন্মে, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, অল্পসময়ে হজম হয় এবং শরীরের অনেক দোষ নষ্ট করে। ঘৃত

সংযুক্ত আহারে পূর্ব্বোক্ত গুণসকল ছাড়া দেহের পুষ্টি, দৃঢ়তা ও কান্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

আহারের সম্বন্ধে আরও কতক গুলি নিয়ম পালন করা উচিত,—

অজীর্ণে ভোজন করিবে না। অর্থাৎ আগে যাহা ভোজন করা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় আহার করিবেনা কেন না, আগেকার আহার ঠিক জীর্ণ হইতে না হইতে পুনরায় আহার করিলে শরীরে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বিপরীত গুণসম্পন্ন জিনিষ একসঙ্গে আহার করিবেনা। যেমন,—দুধমাখা ভাত মাছ দিয়া খাওয়া, মাংস খাইয়া দুগ্ধপানকরা অথবা দুধ-দিয়া মুড়ি ভিজাইয়া খাওয়া ইত্যাদি।

অপবিত্র স্থানে ও অপবিত্র দ্রব্য আহার করিবে না অর্থাৎ যেখানে বসিয়া আহার করিলে এবং যে সকল দ্রব্য আহার করিলে মনের অপবিত্রতা (মন খুঁৎ খুঁৎ করা) করিতে পারে—এরূপ ভাবে আহার করিবে না।

খুব তাড়াতাড়ি বা খুব আস্তে আস্তে খাই-বেনা। তাড়াতাড়ি আহার করিলে সমস্ত জিনি-সের আস্বাদ বুঝিতে পারা যায় না, হজমেরও ব্যঘাত ঘটে এবং খুব আস্তে আস্তে খাইলে অন্নব্যঞ্জন সকল ঠাণ্ডা হইয়া যায়, হজম ঠিক হয় না। আহারের তৃপ্তিও হয় না।

আহারকালে হাসিবেনা, গল্প করিবেনা, ও অন্যমনস্ক হইবে না। এবং এই জিনিস টায় আমার উপকার হয়, এটাতে আমার শরীরের অপকার হয়, ইহা এত খাওয়া ভাল নয়—ইত্যাদি বিচার বিশেষ করিয়া আহার করা উচিত। এই সকল ছাড়া কখনও অনভিমত বা কুৎসিত অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা জিহ্বার নিগ্রহ করিবেনা অথবা প্রলোভন দ্রব্যাদি দ্বারা রসনার বিলাস বা লালসা বৃদ্ধি করিবে না। সহজলভ্য পবিত্র ও আড়ম্বর শূন্য আহারে অভ্যস্ত থাকিবে।

জলপান বিধি।—বেশীপরিমাণে জলপান করিলে অথবা একেবারেই জলপান না করিলে, অন্নের পরিপাক হয় না, এজন্য আহা-রের সময় অল্প মাত্রায় বারংবার জল পান করিবে।

যাহাদের মূর্চ্ছা রোগ আছে, যাহাদের পিত্ত বৃদ্ধিরজন্য হাত পা, মুখ, চোক অথবা সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে, যাহারা পরিশ্রান্ত বা রৌদ্রে কিংবা পথচলার জন্য ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত,—তাহারা এবং যাহাদের রক্তপিত্ত, মাথা ঘোরা ও রক্তবিকৃতি প্রভৃতি ব্যাধি আছে—তাহারা শীতল জল পান করিবে। তদ্ভিন্ন,—যাহারা সর্দ্দি, জ্বর; পেটের অসুখ অগ্নিমান্দ্য, অরুচি গুল্ম, হাঁপানি, কাসি, পেটফাঁপা ও বুকে পিঠে শ্লেষ্মজন্য বেদনায় ভুগিতেছেন, তাহাদের শীতলজল পানকরা উচিত নয়। কাঁচা জল একপ্রহরে পরিপাক হয়। গরমজল ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে, অর্দ্ধপ্রহরে এবং গরমজল সিকি-প্রহরে পরিপাক হয়।

প্রশস্তজল।

যে জলে কোন প্রকার স্বাদ বা গন্ধ নাই এবং যাহা শীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও পান করিলে মনের প্রসন্নতা জন্মে, সেই জলই গুণকারক।

নিন্দিত জল।

যে জলাশয়ের জল পিচ্ছিল, অথবা গাছের পাতা, শেওলা বা পাঁক প্রভৃতির দ্বারা বিবর্ণ, বিরস, ঘন ও দুর্গন্ধ যুক্ত কিংবা যে জল শেওলা

বা পাশ প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকায় সূর্য্যের ও চন্দ্রের কিরণ যাহাতে পতিত হয় না, অথবা অসময়ে পৌষ মাঘ মাসের বৃষ্টির জলে যে পুকুরে জল জন্মিয়াছে সেই জলনিন্দিত জল। ঐ প্রকার জল স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করিলে, সর্দ্দি, জ্বর, কাসি, পেটের অসুখ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

জলসংশোধন।

দুষ্ট জল অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া বালুকা ও অঙ্গার দ্বারা পরিস্রুত করিয়া লইলে জল বিশুদ্ধ হয়। পানের জন্য পরিস্রুত জল এবং স্নানের জল সিদ্ধ জল ব্যবহার করিলে দুষ্টজলজন্য কোন প্রকার রোগ হইতে পারে না।

ব্যাধিতত্ত্ব।

[শ্রী— পাইকর, বীরভূম]

সুশ্রুত বলেন, "তদ্দুঃখসংযোগা ব্যাধয় ইত্যুচ্যন্তে।"। এস্থলে "তৎ" শব্দ জীবাত্মার বাচক। তবেই অর্থ হইল যে, জীবাত্মার দুঃখের জন্য যে যে বস্তুর সংযোগ হয় তাহাই ব্যাধি। ধাত্বর্থ দ্বারাও বুঝা যায় যে, ব্যাধি শব্দের অর্থ বাধা; অর্থাৎ যাহা জীবাত্মার বা কর্ম্মপুরুষের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির বাধক, তাহাই ব্যাধি পদবাচ্য।

এক্ষণে জীবাত্মা কিরূপ পদার্থ এবং কিরূপেই বা তাহার বাধা উপস্থিত হয়—তাহাই আলোচ্য। জীবাত্মার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা চৈতন্যোপেত কতকগুলি কেন্দ্র-শক্তি (Central force) বা সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। এই সকল শক্তি জীবাত্মার মধ্যে বিলীন অবস্থায় থাকে এবং সময় সময় বিকসিত হইয়া যখন ক্রিয়া করে—তখনই তাহাদিগের প্রতি বাধা প্রদান করা সম্ভব। মানসিক ব্যাধির আলোচনাকালে আমরা জীবাত্মার বিশেষ ব্যাখ্যা করিব। সুতরাং এস্থলে কেবল তাহার মোটামুটি ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইল। জীবাত্মার সংস্কারগুলি প্রধানতঃ তিন জাতীয়; যথা—সত্ব, রজঃ ও তমো গুণ প্রধান। তন্মধ্যে রজো গুণ প্রধান শক্তির মধ্যে প্রাণের স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। এই প্রাণই স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদেহের সৃজন, পোষণ, ও রক্ষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে।

জীবাত্মার শক্তিগুলি যখন স্থূলদেহ শূন্য হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিলীন অবস্থায় থাকে, তখন তাহা মৃতপ্রায় বলিয়া বোধ হয়, এমন কি তখন তাহার অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না তাহাও স্থূল দৃষ্টিতে বুঝা যায় না। কিন্তু যখন তাহাদের ক্রিয়ার কাল উপস্থিত হয়, তখন

তাহারা স্বকীয় প্রকৃতির অনুরূপ কোন জীব-দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পরিচালন-যোগ্য দেহ নির্ম্মাণ করিতে থাকে এবং সেই দেহরূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে যাবৎশক্তি সেই দেহযন্ত্রের সাহায্যে ক্রিয়া করিয়া লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হয়। জীবাত্মার শক্তিগুলি তখন দেহযন্ত্রের যন্ত্রীস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। অন্য কথায় ইহাও বলা যায় যে, জীবাত্মার শক্তিগুলি যেন আধেয় এবং দেহযন্ত্র তাহাদের আধার বিশেষ।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই স্থূলদেহই জীবাত্মার স্থূল ব্যাধির প্রধান কারণ। যেহেতু এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মার শক্তিগুলির যাবৎ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং যতক্ষণ দেহ অবিকৃত অবস্থায় থাকে ততক্ষণই সেই ক্রিয়ায় কোন বাধা উপস্থিত হয় না। কিন্তু এই দেহের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলেই শক্তিগুলি আর জীবাত্মার ইচ্ছামত দেহযন্ত্রের মধ্যে গতায়াত করিতে পারে না এবং এইরূপে তাহাদের যে বাধা উপস্থিত হয় তাহারই নাম ব্যাধি।

ব্যাধি প্রধানতঃ চারি প্রকার যথা— আগন্তু, শারীর, মানস ও স্বাভাবিক। তন্মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রে শারীর ব্যাধিরই আলোচনা করিব। শারীর ব্যাধি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ শরীর বা দেহ কিরূপ পদার্থ তাহা বুঝা আবশ্যক। এই দেহ বিশ্লেষণ করিলে জানা যায় যে, বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত এই উপাদান চতুষ্টয়ের দ্বারা দেহ যন্ত্রের নির্ম্মাণ হইয়া থাকে এবং জীবাত্মার শক্তির ক্রিয়া ফলে এই দেহ-যন্ত্রের কোনরূপ ক্ষয় উপস্থিত হইলেও, তাহাও এই সকল উপাদান দ্বারাই পূরণ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, দেহের বিকৃতি বলিলে এই সকল উপাদানের কোন একটীর বা ততোধিকের অভাব বা বিকারই বুঝাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অভাব বা বিকারই জীবাত্মার শক্তি চালনের বাধা বা ব্যাধি উপস্থিত করে।

আয়ুর্ব্বেদকার বলেন, "দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে", অর্থাৎ দোষ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থাই আরোগ্য এবং তাহার বৈষম্যাবস্থার নাম ব্যাধি। আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী উপাদানের নাম দোষ, কারণ ইহাদিগের দ্বারাই শরীর দূষিত হয়। অতএব বুঝা গেল যে, বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য হইলেই দেহের বিকৃতি ঘটে এবং সেই বিকৃতিই জীবাত্মার শক্তির পক্ষে বাধা স্বরূপ। সুতরাং এই বাধা বা ব্যাধি-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকৃতি ও বিকৃতিতত্ত্ব সম্যক বিদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বায়ু, পিত্ত, কফ।

বিদ্যুৎশক্তি প্রথমতঃ ব্যাটারিতে উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি তারের উপর দিয়া গতায়াত করে। উহা কোন তারের উপর দিয়া গমন করিয়া পাখা টানিতে থাকে, কোন তারের উপর দিয়া গমন করিয়া আলোক প্রজ্জ্বলিত করে এবং কোন তারের উপর দিয়া গমন করিয়া শব্দ বহন করে। উল্লিখিত ব্যাটারি এবং তৎসংলগ্ন ধাতুনির্ম্মিত তারগুলি একত্রযোগে যে দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাই বিদ্যুৎ চলাচলের দেহ নামে পরিচিত। অতএব এস্থলে বিদ্যুৎকে যন্ত্রী এবং উল্লিখিত

দেহকে তাহার যন্ত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, এইরূপ প্রাণবায়ু মস্তকে উৎপন্ন হইয়া দেহযন্ত্রের অসংখ্য স্নায়ুপথে চলাচল করে। দেহের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই—যেখানে স্নায়ুর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। আবার এমন কোন স্নায়ুও নাই যাহা প্রাণবায়ুর বাহক নহে। অতএব দেখা যায় দেহের প্রত্যেক স্থানে প্রাণবায়ু বিভিন্ন স্নায়ুপথে প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার ফলে দেহের মধ্যে যেখানে যেরূপ যন্ত্র আছে, তাহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে।

মোটের উপর বুঝা যায় যে, বায়ুই দেহযন্ত্র পরিচালনের প্রধান সাধন। কারণ তড়িৎ শক্তি না হইলে যেমন টেলিফোন, টেলিগ্রাম, বিদ্যুতের আলো, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি কোন যন্ত্রই ক্রিয়া করিতে পারে না, তেমনই দেহের মধ্যে স্নায়ুপথে বায়ু চলাচল না করিলে দর্শন-স্পর্শনাদি জ্ঞানযন্ত্র বাক্য-কথন, হস্ত ও পদ প্রভৃতি পরিচালন যন্ত্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদি পোষণযন্ত্র প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই জন্যই চরক বলিয়াছেন :—

বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুর্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ বায়ুই শরীরীদিগের আয়ু, বায়ুই বল এবং বায়ুই উহাদিগের বিধাতা। বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত।

এইবার এই বায়ু শরীরীদিগের শরীরের কোন্ স্থানে প্রথম অবস্থিতি করে, কিরূপে সেই স্থান হইতে প্রথম ক্রিয়া করে এবং পরে শরীরের কোন্ কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার যন্ত্র সমষ্টিকে ক্রিয়াশীল করে—তাহারই আলোচনা করা হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীবাত্মা চেতনাবিশিষ্ট সতেরটী সংস্কার বা শক্তির সমষ্টি মাত্র। এই সতেরটী শক্তির নাম যথা :—বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ। জন্মকাল উপস্থিত হইলে এই জীবাত্মা কোন পুরুষের দেহে প্রবেশ করে এবং পরে পুরুষের রেতঃকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীদেহে প্রবেশ করে। স্ত্রীদেহের জরায়ু মধ্যে অবস্থান কালে তাহার অন্তর্নিহিত পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ বায়ু স্পন্দিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে তাহার ভাবী দেহযন্ত্রের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণবিশিষ্ট। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রাণের মধ্যে রজোগুণের ক্রিয়ার বাহুল্য দৃষ্ট হয়। রজোগুণ চঞ্চলস্বভাব, সুতরাং তাহাই প্রাণশক্তির স্পন্দনের জনক।

মাতৃগর্ভে যে সময় জীবাত্মার কোন শক্তি স্পন্দিত হয় না অর্থাৎ যখন তাহার শক্তিগুলি বীজাবস্থায় বিলীনভাবে থাকে, তখন তাহার অবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির নাম মস্তিষ্ক।

এই প্রকৃতির মধ্যে স্পন্দন আরম্ভ হইলেই তাহার সত্তাবস্থার অর্থাৎ সংযোজিত করার অবস্থা উপস্থিত হয়। একটী রজ্জুকে কোন এক স্থানে বন্ধন করিয়া তাহার অপর প্রান্ত দ্বারা যেরূপ অন্য স্থানকে তাহার সহিত সংযোজিত করা হয়, তদ্রূপ প্রাণবায়ু জীবাত্মার মধ্যে স্ফূরিত হইয়া তৎসহজাত মনকে তাহার সহিত সংযোজিত করে। পরে সেই বায়ু মনের স্থান হইতে অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়া

তৎসহজাত ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং পরে ইন্দ্রিয়গুলির স্থান হইতে অধিকতর বিস্তৃত হইয়া তৎসহজাত দেহকে পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা ও মনের সহিত সংযুক্ত করে। এই বায়ু অর্থাৎ প্রাণশক্তি দ্বারা যে দেহ নির্ম্মিত হয়, ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব দেখা যায়, বায়ু জীবাত্মার মধ্যে বিলীন থাকে এবং পরে কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ বিকসিত হইয়া জীবাত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহকে সংযুক্ত করে। তাই চরক চলেন,—

শরীরেন্দ্রিয় সত্ত্বাত্ম সংযোগোধারিজীবিতম্।
নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে।

অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে। আয়ুর অন্যান্য নাম ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ।

এস্থলে ধারি শব্দের অর্থ যে ধারণ করে। জীবিত শব্দের অর্থ যে প্রাণ ধারণ করিতেছে। নিত্যগ শব্দের অর্থ সদাগতি অর্থাৎ বায়ু। এবং অনুবন্ধ শব্দের অর্থ বন্ধন। অতএব দেখা যায়, যাহা ধারণ করে, যাহা জীবন্ত অবস্থায় রাখে, যাহা নিত্যগতিশীল এবং যাহা জীবাত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহকে মালার ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত করিয়া অবস্থান করে, তাহারই নাম আয়ু।

সুতরাং দেখা যায় যে, আমাদের আলোচ্য বায়ুই মন, ইন্দ্রিয় ও দেহকে আত্মার সহিত সংযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল রাখিতেছে। এই ক্রিয়াশীল অবস্থার নামই বল বা শক্তি। আত্মার সহিত মনাদির সংযোগের প্রকৃতি অনুসারে আয়ু বা বলের স্বল্পতা বা আধিক্য হয় অর্থাৎ এই সংযোগ সুদৃঢ় থাকিলে জীবের আয়ু দীর্ঘ হয় এবং তাহা শিথিল থাকিলে তাহা তদনুরূপ স্বল্প হইয়া পড়ে।

ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যাহারা দীর্ঘায়ু, তাহাদের মন ইন্দ্রিয়াদি বিলক্ষণ সতেজ অবস্থায় কার্য্য করে। কিন্তু যাহারা স্বল্পায়ু, তাহাদের মনও যেমন দুর্ব্বল অর্থাৎ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং তাহাদের শরীরও যে অতিশয় দুর্ব্বল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মোটের উপর দেখা যায়, বায়ুই মনুষ্যের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা। বায়ুর সুশাসনে মনুষ্য জীবিত এবং তাহার শাসন ব্যতিক্রমে মানুষ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য। এই বায়ুরই অপর নাম প্রাণবায়ু। সুতরাং বায়ু দেহকে ত্যাগ করিল বলিলেও যাহা বুঝায়, প্রাণবায়ু দেহকে ত্যাগ করিল অর্থাৎ মানুষ মরিয়া গেল—বলিলেও তাহাই বুঝায়। এই জন্যই চরক বলিয়াছেন।

বায়ুরায়ুর্বলং বায়ু বায়ুর্ধাতা শরীরিনাম্।
বায়ু বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভুর্বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ বায়ুই শরীরীদিগের আয়ু, বায়ুই বল এবং বায়ুই উঁহাদিগের বিধাতা। বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভু বলিয়া কীর্ত্তিত।

এক্ষণে বায়ু কি প্রকারে শরীরীদিগের বিধাতা, কিরূপে বায়ু সমস্ত বিশ্ব এবং প্রভু নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহারই আলোচনা করা আবশ্যক। বিধাতা শব্দের অর্থ যিনি বিশেষরূপে ধারণ করেন। এই বায়ুই প্রাণ শক্তি নামে জগতের দেহসৃষ্টি করিয়া থাকে এবং পরে সেই বায়ুই আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহকে যথাক্রমে গ্রথিত করিয়া ধরিয়া রাখে।

এই জন্যই ইহার নাম বিধাতা। ব্রহ্মা, দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তাগণও যখন এইরূপ সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিধাতা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন প্রাণবায়ু যে তাদৃশ আখ্যা প্রাপ্ত হইবে —তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এক্ষণে বায়ু কিরূপে এই সমস্ত বিশ্ব নামে অভিহিত হইল তাহাই দেখা যাক। এই বিশ্ব সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে যখন বীজাবস্থায় অবস্থিত ছিল, তখন তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে নাই। সুতরাং তখন এই বিশ্ব আছে কি, নাই তাহাও জানা যায় নাই। কিন্তু যখন বিশ্বের সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইল, তখন তাহার প্রাণবায়ু ফুটিয়া উঠিল এবং তৎপ্রসূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের সহিত মিলিত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির সৃজনাদি কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। অতএব দেখা যায় বায়ুই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত।

বায়ুর এতাদৃশ প্রাধান্য দেখিয়াই সুশ্রুত বলিয়াছেন,—

স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ
স্বাতন্ত্র্যান্নিত্যভাবাচ্চ সর্ব্বগত্বাৎ তথৈব চ
সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাত্মা সর্ব্বলোক নমস্কৃতঃ
স্থিত্যুৎপত্তি বিনাশেষু ভূতানামেব কারণম্।

অর্থাৎ এই বায়ু স্বয়ম্ভূ ও ভগবান্ বলিয়া কথিত আছেন। কেননা ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগ। ইনি সকলেরই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত এবং ভূতগণের স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু। বায়ু অব্যক্ত অথচ ইহার কর্ম্ম ব্যক্ত।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বায়ু যখন বাহ্যদৃষ্টিতে জড়বৎ প্রতীয়মান হয়, তখন তাহা স্বয়ম্ভূ ও ভগবান্ হইল কিরূপে? বলা নিষ্প্রয়োজন স্বয়ং ঈশোপনিষ তাহার বিহিত উত্তর দান করিয়াছেন যথা,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদয় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সত্ত্বা ও চৈতন্য দ্বারা অন্তর্ব্বহিঃ ব্যাপ্ত রহিয়াছে—এই জ্ঞানে ত্যাগ-সহকারে বিষয় ভোগ কর; কাহারও ধনে আকাঙ্খা করিও না। আবার মৈত্র্যুপনিষদও বলেন,—

"দ্বিধাবা এষ আত্মানং বিভর্ত্ত্যয়ম্ যঃ প্রাণো যশ্চাসৌ আদিত্যঃ।" অর্থাৎ প্রাণ ক্রিয়শক্তি বা রজোগুণ প্রধান প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত চিচ্ছক্তি। এই প্রাণ স্বীয় রূপকে দ্বিবিধরূপে ধারণ করে। একরূপে তিনি আপনাকে প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করেন এবং অন্যরূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ড করণ্ড মধ্যে জগদবভাসক আদিত্যরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যায় যে, প্রাণ বাস্তবিক পক্ষে কোন জড়বস্তু নহেন, পরন্তু ইনি স্বয়ম্ভূ ও ভগবান্ পদবাচ্য।

(ক্রমশঃ)।

কায়চিকিৎসাক্রমোপদেশ

বা

Practiee of MediCine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—— o ——

জ্বরাতিসার।

জ্বরাতিসার একটি স্বতন্ত্র রোগ নহে,— পিত্ত জ্বরে পিত্তজ অতিসার কিম্বা অতিসার রোগে যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সমতা হেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার কহে। জ্বর ও অতিসারের উৎ-পত্তির কারণ মিলিত ভাবে উপস্থিত হইলেই জ্বরাতিসার হয়। এই মিলিত রোগের চিকিৎসাবিধি স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহাকে স্বতন্ত্র অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে।

জ্বর ও অতিসার দুইটি রোগের মিল-নের ফলে এই রোগ উপস্থিত হয় বলিয়া যদি উভয় অধিকারোক্ত ঔষধ মিলাইয়া ইহার চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে রোগের উপশম না হইয়া বিপরীত হইয়া থাকে। কারণ—দুইটি রোগের চিকিৎসা-বিধিই পর-স্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ জ্বরনাশক ঔষধ মাত্রেই প্রায় ভেদক এবং অতিসার নাশক ঔষধ মাত্রেই প্রায় ধারক। এরূপ অবস্থায় জ্বরা-তিসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবহারে অতিসার বৃদ্ধি ও অতিসার নাশক ঔষধ ব্যবহারে জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসার রোগীকে প্রথমতঃ লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিয়া পাচক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। লঙ্ঘন জ্বরেও হিতকর, অতিসারেও হিতজনক. সুতরাং জ্বরাতিসারের রোগীর পক্ষে প্রথমতঃ লঙ্ঘন প্রদান একান্তই আবশ্যক।

অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত "রামবাণ রস" যাহা তরুণ জ্বরের প্রথমাবস্থায় ব্যবহার করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্বরাতি-সারে সেই "রামবাণের" ব্যবস্থা করা প্রথমাবস্থায় মন্দ নহে। মুথার কাথ ও চিনি বা মুথার রস ও মধু অনুপানে এই "রামবাণ রস" দিবসে ২ বার করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। "রামবাণ রসে"র ফলশ্রুতিতে আমরা অবগত হই,—

"মাসমাত্রমনুপান যোগতঃ সত্ত্ব এব জঠরাগ্নি দীপনঃ।" অর্থাৎ ইহা যোগ্য অনুপানে সেবন করিলে জঠরাগ্নির উদ্দীপক হইয়া থাকে। জ্বর এবং অতিসার উভয় রোগেই জঠরাগ্নির উদ্দীপক ঔষধ ব্যবহার অবশ্যই কর্ত্তব্য। সে অবস্থায় রস প্রয়োগ করিলে এইরূপ ব্যবস্থাই সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি।

মুথার গুণ—দীপক, পাচক, তদ্ভিন্ন ইহা জ্বর ও অতিসার নিবারক যথা—

মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপন পাচনম্
কষায়ং কফ পিত্তাস্র জ্বরাতিসার জন্তুহৃৎ॥

এইজন্য মুথার রস বা মুথার কাথ অনুপান অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

জ্বরাতিসারের প্রথমাবস্থায় সমস্ত দিনে এক বার কি দুইবার করিয়া "রামবাণ" প্রয়োগ ও একবার করিয়া ধনে ১ তোলা ও শুঁঠ ১ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিনে ২।৩ বারে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পীড়া উপশমিত না হইলে "হ্রীবেরাদি" নামক পাচনটির ব্যবস্থা করিবে। উহার দ্রব্যগুলি এই—

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত বিল্ব নাগর ধান্যকৈঃ।

অর্থাৎ বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধনে—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে পাঁচ আনা ওজন। জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া। সমস্ত দিনে ২।৩ বারে সেব্য।

বালা—

বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপন পাচনম্।
হৃল্লাসারুচি বীসর্প হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ॥

অর্থাৎ ইহা শীতল, রুক্ষ, দীপন ও পাচক। হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ ও আমাতিসার রোগে ব্যবস্থেয়।

আতইচ—

বিষাসোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
জীর্ণ জ্বরাতিসারম পিত্তকাস কফ ক্রিমীন্॥

অর্থাৎ ইহা উষ্ণ, কটু, তিক্ত, পাচক ও দীপ্তিকারক। জীর্ণ জ্বর, অতীসার, আমপিত্ত কাস, কফ ও ক্রিমী নিবারণ করে।

মুথা—দীপক, পাচক, জ্বর এবং অতীসার নাশক।

বেলশুঁঠ—

বিল্বপেশী লঘুর্ব্বল্যা গ্রাহিণী কফনাশিনী।
প্রবাহিকামতীসারং নিহন্যাদ গ্রহণীমপি॥

লঘুঅর্থাৎ, ইহা বলকর, গ্রাহী ও কফঘ্ন। প্রবাহিকা, অতীসার ও গ্রহণী রোগে প্রযুজ্য।

শুঁঠ—পাচক, বায়ুনাশক প্রভৃতি।

ধনে—

ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমরুষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটুষ্ণ বীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহী স্বাদুপাকী ত্রিদোষনুৎ॥
তৃষ্ণাদাহ বমি শ্বাস কাস কার্শ্য ক্রিমিপ্রনুৎ॥

অর্থাৎ ইহা কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক, মূত্রকারক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে মিষ্টরস ও ত্রিদোষনাশক। তৃষ্ণা, দাহ, বমি, কাস, কৃশতা ও ক্রিমিনাশক।

নাগরাদি ক্বাথও এইরূপ প্রথমাবস্থায় উপকারী। ইহার দ্রব্যগুলি—

নাগরাতিবিষামুস্তামৃতা ভূনিম্ব বৎসকৈঃ।
ক্বাথঃ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি অতীসারং সুদারুণন্॥

শুঁঠ আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, চিরাতা ও ইন্দ্রযব—প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা। জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, সমস্ত দিনে ২।৩ বারে সেব্য।

শুণ্ঠী দশমূলের ক্বাথও জ্বরাতীসারের প্রথম অবস্থায় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। দশমূলের ক্বাথে দুই আনা, শুণ্ঠী চূর্ণ মিশ্রিত করিলেই শুণ্ঠী দশমূল প্রস্তুত হইল।

চক্রদত্তে জ্বরাতীসারে পাচন চিকিৎসাই প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখনকার দিনে পাচন চিকিৎসা কেহ বড় একটা করিতে চাহেন না, কিন্তু পাচনের দ্বারা জ্বরাতীসারের চিকিৎসা করিলে সত্য সত্যই অনেক রস চিকিৎসা অপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়।

যাহা হউক পাচক চিকিৎসা দ্বারা যদি

উপকার প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে কনকসুন্দর রস, গগনসুন্দর রস, কণকপ্রভা বটী ইহাদের কোনো একটী বা ২টী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি ঔষধই বেশী প্রচলিত। নিম্নে সকলগুলিরই উপাদান লিখিত হইতেছে—

কনকসুন্দরো রসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্গনং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়া দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যাম মাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনক সুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগা, বিষ ও ধুতুরা বীজ। প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সিদ্ধি পত্র রসে এক প্রহর বাটীর ছোলায় ন্যায় বটি করিবে। মুথার রস, জীরা ভাজার গুঁড়া, দাড়িমের রস বা আতপ চাউল ধোয়া জল ও মধু অনুপানে এই ঔষধ ২ বেলা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এই ঔষধের দ্রব্য গুলির গুণ পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

হিঙ্গুল—পিত্তপ্রশমক।

মরিচ— দীপন, বায়ু এবং শ্লেষ্মা নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

গন্ধক—কফ ও বাতজ ব্যাধি এবং অন্যান্য রোগ আরোগ্যকর গুণবিশিষ্ট।

পিপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

সোহাগা—অগ্নিকারক ও কফঘ্ন।

বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

ধুতুরাবীজ—অগ্নিকারক, মূত্রবর্দ্ধক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

সিদ্ধি—

ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ মদ বাগ্ বহ্নিবর্দ্ধিনী॥
মদনোদ্দীপনী নিদ্রা জননী হর্ষ দায়িনী।
ধনুস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচঞ্চ মদাত্যয়ম্॥
প্রবৃত্তিং রজসো বহ্বীং হন্ত্য পত্য প্রসূতিকৃৎ।

সিদ্ধি—কফ নাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকারক, মোহকারক, মাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনব ও হর্ষদায়ক। ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস, বিসূচিকা, মদাত্যয় ও আধিক রজঃ প্রবৃত্তি নিবারণ করে। সিদ্ধি সেবনে জরায়ু শৈথিল্য নিবারিত হওয়াতে প্রসব বাধা দূরীভূত হয়।

গগন সুন্দরো রসঃ।

টঙ্গনং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্।
দুগ্ধিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসজ্জস্য বল্কলম্।
বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসার মুল্বণম্॥

সোহাগা, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র—সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। ক্ষীরুইয়ের* রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান শ্বেনধুনা চূর্ণ ২ রতি ও মধু।

ইহার উপাদান গুলির মধ্যে সোহাগা অগ্নিকারক, হিঙ্গুল পিত্তপ্রশমক, গন্ধক—কফ ও বাতঘ্ন এবং অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক। ক্ষীরুই + মল মূত্রাদির নিঃসরকী।

---

* ক্ষীরুই—দুগ্ধিকোষ্ণা গুরু রূক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী।
স্বাদু ক্ষীরা কটু তিক্তা সৃষ্ট মূত্র মলা পটুঃ॥
মৃদু বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফ কুষ্ঠ ক্রিমি প্রনুৎ।

ইহা উষ্ণ, গুরু, বায়ু জনক, গর্ভসংস্থাপক, স্বাদু, দুগ্ধ বিশিষ্ট, কটু, মৃদু লবণ রস বিশিষ্ট, বিষ্টম্ভ ও বল কারক। ইহা সেবনে মল মূত্রাদি নিঃসৃত হয় এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়।

কনক প্রভাবটী।

স্বর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং কণা টঙ্গনকং বিষঞ্চ।
গন্ধং জয়ান্তি দ্দিবসং বিমর্দ্দ্য গুঞ্জা প্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ॥

ধুতুরাবীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিঁপুল সোহাগা, বিষ ও গন্ধক। সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। সিদ্ধিরপাতার রসে একদিন মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান দাড়িমের রস, শ্বেত ধুনা প্রভৃতি। ইহার উপাদান গুলির মধ্যে—

ধুতুরা বীজ—অগ্নিকারক।

মরিচ—দীপন

গোয়ালিয়া লতা—কফ ও বাত নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন।

সোহাগ—কফঘ্ন ও অগ্ন্য দীপক।

বিষ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফবাতঘ্ন।

সিদ্ধি পত্র—পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

আনন্দ ভৈরব—নামক ঔষধটি ও জরাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধের উপাদান—

দরদং মরিচং টঙ্গনমৃতং মাগধী সমম্।
শ্লক্ষ্ণ পিষ্টন্ত গুঞ্জৈকং রসমানন্দ ভৈরবম্॥

হিঙ্গুল, মরিচ সোহাগা, বিষ ও পিঁপুল। সমস্ত দ্রব্য সমভাগ। জল দ্বারা মর্দ্দন, ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান আতপ চাউল ধোয়া জল, কুর্ড়্চি মূলের ছাল চূর্ণ ও মধু প্রভৃতি। জরাতিসারের সকল অবস্থায় এই ঔষধটি সমস্ত দিনে ২।৩ বার ব্যবহার করান যায়। জরা- ।রে ইহা আমাদের পরীক্ষিত" ফলপ্রদ ঔষধ।

জরাতীসারে অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ফল না পাইলে **ব্যোষাদি চূর্ণ** নামক ঔষধটি ব্যবস্থা করিবে। ইহার উপাদান—

ব্যোষং বৎসক বীজঞ্চ নিম্বভূনিম্ব মার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বী মতিবিষাং সমম্॥

শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তণ্ডুল্যা বৎসক ত্বচঃ।
সর্ব্ব মেকত্র সংযুজ্য পিবেং তণ্ডুল বারিণা॥

সর্ব্ব চূর্ণ সমং কুটজমূলবল্কল চূর্ণং মিলিত চূর্ণং অনুরূপং চতুর্গুণেন তণ্ডুল জলেন পিবেং।

শুঁঠ পিঁপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরাতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতামুল, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ। ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা এবং কুড়চি মূলের ছাল চূর্ণ ১২ তোলা, সমুদয় একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা। অনুপান চাউল ধোয়া জল। ২ বেলা সেব্য।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

শুঁঠ—পাচক, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মনাশক।

মরিচ—বাতশ্লেষ্মনাশক।

ইন্দ্রযব—

ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শাতলম্।
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্॥
জরাতিসার রক্তার্শঃ ক্রিমি বীসর্প কুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলঘ্ন বাতাস্র শ্লেষ্মশূলজিৎ॥

ইহা ত্রিদোষ নাশক, সংগ্রাহী, কটু, তিক্ত, শীতল, অগ্ন্যুদ্দীপক ও দাহনাশক। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা, জ্বর, অতীসার, রক্তার্শঃ, ক্রিমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্তদোষ, শ্লেষ্মা ও শূল রোগ নষ্ট হয়।

নিমছাল—

নিম্বঃ রুক্ষো কটুর্ভেদী কটুপাকোঽগ্নি বাতনুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্ কাস জরারুচি ক্রিমি প্রনুৎ॥
ব্রণ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠ হৃল্লাস মেহনুৎ।

অর্থাৎ ইহা রুক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু, অগ্নিবাত নাশক, ও শ্রমশান্তিকারক। তৃষ্ণা কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহ রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

চিরাতা - জ্বর নাশক।

ভৃঙ্গরাজ—

ভৃঙ্গার কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণ কফ বাতনুৎ।

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক।

চিতামূল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। কট্‌কী—ভেদক দীপক। আকনাদি - জ্বর ও অতীসার নাশক। দারুহরিদ্রা—কফপিত্ত নাশক। আতইচ—জ্বর ও অতীসার নাশক।

জ্বরাতীসারে যদি মলের সহিত রক্ত দেখা দেয়, তাহা হইলে কলিঙ্গাদি গুড়িকা ও বৃহৎ-কুটজাবলেহ - এই দুইটি ঔষধের একটি ব্যবস্থা করিবে। ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান নিম্নে লিখিত হইতেছে—

কলিঙ্গাদি গুড়িকা।

কলিঙ্গ বিল্ব নিম্বাম্র কপিত্থং সরঞ্জনম্।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কট ফলং শুকনাসিকম্॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকম্।
পিষ্ট্বা তণ্ডুল তোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্॥
ছায়া শুকান পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতিসার শান্তয়ে
রক্ত প্রসাধানা হেতে শূলাতিসার নাশনঃ॥

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, নিমছাল, আমপত্র, কয়েদ্ বেলের পত্র, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কটফল, শোনাছাল, লোধ, মোচরস, শঙ্খচূর্ণ, ধাইফুল ও বটের ঝুরি—এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া আতপ তণ্ডুলের জলে পিষিয়া লইয়া দুই আনা পরিমাণে বটিকা করিবে।

এই ঔষধের উপাদান গুলির মধ্যে—

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষ নাশক, বিশেষতঃ জ্বর ও অতীসার নাশক। বেলশুঁঠ—প্রবাহিকা ও অতীসার নাশক। নিমছাল - জ্বর নাশক।

আম্রপত্র—আম্রস্ত পল্লবং রুচ্যং কফপিত্ত বিনাশনম্। অর্থাৎ আম্রের পল্লব রুচিকারক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

কয়েদবেলের পত্র—বায়ু পিত্ত নাশক। রসাঞ্জন—ঘনীভূত শ্লেষ্মা নাশক। লাক্ষা—কফজ ও পৈত্তিক পীড়া সমস্তের উপকারক। হরিদ্রা—কফ পিত্ত বিনাশক ও রক্তদোষ প্রভৃতি নিবারক। দারুহরিদ্রা—কফপিত্ত নাশক। বালা—আমাতিসার নাশক, দীপন ও পাচক। কটফল—জ্বর নাশক।

সোনাছাল—

স্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ।
গ্রাহী তিক্তোঽনিল শ্লেষ্ম পিত্তকাস প্রণাশনঃ॥

ইহা অগ্নির উদ্দীপক, পাকে কটু, আস্বাদে কষায়, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক।

লোধ—

লোধ্রোগ্রাহী লঘুঃশীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তস্র জ্বরাতীসার শোথহৃৎ॥

ইহা গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত, নাশক ও কষায়। রক্তপিত্তজ্বর, অতীসার ও শোথ রোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

মোচরস—

মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধ বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারাম কফ পিত্তাস্র দাহনুৎ॥

ইহা শীতল, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বলকারক ও কষায়। ইহা সেবনে প্রবাহিকা, অতীসার, আম. শ্লৈষ্মিক, রক্তপিত্ত ও দাহ প্রশমিত হয়।

শঙ্খচূর্ণ—বাত শ্লেষ্মা ও শূল নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

ধাইফুল—

ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃত্তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতীসার পিত্তাস্র বিষ ক্রিমিবিসর্পজিৎ॥

ইহা কটু, শীতল, মাদক, কষায় ও লঘু। তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তপিত্ত, বিষ, ক্রিমি ও বীসর্প, রোগ ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

বটের ঝুরি—শীতবীর্য্য, ধারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

বৃহৎকুটজাবলেহ

কুটজত্বক্ পলশতং জল দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতিম্॥
দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানী মানি নিক্ষিপেৎ।
পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
হাড়িমাতিবিষা লোধ্রং শাল্মলবেষ্ট সর্জ্জকম্।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা॥
প্রত্যেনমেষাং কর্ষাংশাংনিক্ষিপেৎ পাক
বিদূভিষক্।
শীতে চ মধুনাস্তত্র কুড়বাদ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥

কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধকরিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশাইয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ ঘন হইলে আকনাদি মূল, বরাহক্রান্তা, বেলশুঁঠ ধাইফুল, মুথা, দাড়িমফলের খোঁসা, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধুনা, রসাঞ্জন, ধনে, বেণার মূল ও বালা—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া লোহদর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে, তাহার পর শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশাইয়া রাখিবে।

কুড়চিমূলের ছাল—

কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপন স্তবরো হিমঃ।
তিক্তঃ সংগ্রাহকঃ প্রোক্ত ত্বগ্ দোষ জ্বর
নাশনঃ॥
অর্শোঽতিসার পিত্তাস্র কফ তৃষ্ণামকুষ্টনুৎ।

ইহা কুটু, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কষায়, শীতল তিক্ত ও সংগ্রাহী। অর্শঃ, অতিসার রক্তপিত্ত, কফজ তৃষ্ণা, ত্বগ্ দোষ, জ্বর, আম ও কুষ্ঠ নাশক।

চিনি—

ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্ত হরি লঘুঃ।
চিনি—শাতল রক্তপিত্ত নাশক ও লঘু।

আকনাদিমূল—

পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
তিক্তা রুচিকরী চাম্লা ভগ্নসন্ধান কারিণী।
হন্তি শূল জ্বর চ্ছর্দ্দি কুষ্ঠাতীসার হৃদ্রুজঃ।
দাহ কুণ্ডু বিষশ্বাস ক্রিমি গুল্মগর ব্রণান্।

ইহা উষ্ণ, কটু, তীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক লঘু, তিক্ত, অরুচি নিবারক, অম্লাস্বাদ ও ভগ্ন সন্ধানকারক শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতীসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষজ রোগ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষ- ব্রণ রোগে আকনাদি ব্যবস্থেয়।

বরাহক্রান্তা—

সমঙ্গা শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

ইহা শীতল, তিক্ত, কষায়, কফপিত্তঘ্ন।

রক্তপিত্ত, অতীসার এবং যোনিরোগে ইহা উপকারক।

বেলশুঠ—অতীসারনাশক। ধাইফুল অতীসার নাশক। মুথা জ্বর ও অতীসার নাশক।

দাড়িম ফলের খোসা—ত্রিদোষনাশক।

আতইচ—জ্বর এবং অতীসারনাশক। লোধ - জ্বর ও অতিসার নাশক। মোচরস— অতিসার নাশক।

শ্বেত ধুনা —

রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্র স্বেদ বীসর্প জ্বর ব্রণ বিপাদিকাঃ।
গ্রহভগ্নাগ্নি দগ্ধাস্রো শূলাতিসার নাশনঃ॥

ইহা শীতল, গুরু, তিক্ত, কষায় ও গ্রাহী। বাতাদি দোষ, রক্তদোষ, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহ, ভগ্নরোগ অগ্নিদগ্ধ, শূল ও অতিসার রোগে ইহা হিতকর।

রসাঞ্জন—শ্লেষ্মানাশক।

ধনে—

ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণ বীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্।
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদুপাকী ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহ বমি শ্বাস কাস কার্শ্য ক্রিমি প্রনুৎ।

ইহা কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক, মূত্রকারক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক, জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহী, পাকে মিষ্টরস ও ত্রিদোষনাশক, তৃষ্ণা, দাহ, বমি শ্বাস কাস, কৃশতা ও ক্রিমিরোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

বেণার মূল—জ্বর নাশক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। বালা—দীপক, পাচক এবং আমাতিসার প্রশমক।

মতান্তরে বৃহৎ কুটজাবলেহঃ।

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা প্রস্থকং পচেৎ।
ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্॥
এলাপাঠাত্বচং শৃঙ্গী জাতীফল মধুরিকাঃ।
শক্রকাতিবিষাক্ষীরং কাকোলীচ রসাঞ্জনম্॥
শাল্মলী বেষ্টকং যষ্টি সমঙ্গা রক্তচন্দনম্।
বটশুঙ্গং খদিরঞ্চ জম্বাম্র পল্লবং তথা॥
এষামক্ষ সমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাদবিদ ভিষক্।
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ॥

কুড়চি মূলের ছাল ১২॥০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সেই কাথে ⁄২ সের চিনি মিশাইয়া পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে উহার সহিত লবঙ্গ, জীরা, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরি, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাঁকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের ঝুরি, খদির, জামপত্র ও আমপত্র— প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া দর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিবে।

কুড়চি মূলের ছাল—জ্বর ও অতিসার প্রভৃতিনাশক। চিনি—রক্তরোধক।

লবঙ্গ—

লবঙ্গং কটূকং তিক্তং লঘুনেত্রহিতং হিতম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যঞ্চ কফ পিত্তাস্র নাশকৃৎ॥

নূনাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাত্র বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্‌॥

ইহা কটু, তিক্ত, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতল দীপন, পাচক ও রোচক। কফ, পিত্ত, রক্তদোষ তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগে আশু উপকার করে।

জীরা—

জীরক ত্রিতয়ং রূক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহী পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয় বিশুদ্ধিকৃৎ॥
জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাপহম্‌।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্মছর্দ্দ্যতিসার হৃৎ॥

তিন প্রকার জীরাই রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহী, পিত্তকর, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, জরায়ু শোধক, জ্বরঘ্ন, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, কফ নাশক, চক্ষুর হিতকর। বায়ু জনিত উদরাধ্মান, গুল্ম, বমন ও অতীসার রোগে ইহা হিতকর।

মুথা—জ্বর ও অতিসার নাশক। ধাই-ফুল—অতিসার নাশক। বেলশুঁঠ অতিসার নাশক। বালা—অতিসার নাশক।

বড়এলাইচ—

স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসেচানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্ম পিত্তাস্র কণ্ডূ শ্বাস তৃষাপহা॥
হৃল্লাস বিষবস্ত্যাস্য শিরোরুগ্‌ বমি কাসনুৎ॥

ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণ। ইহার দ্বারা শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, কণ্ডূ, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, কাস, বমি, মুখরোগ ও শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

আকনাদি—জ্বর ও অতিসার নাশক।

দারুচিনি—

উক্তা দারুসিতা স্বাদী তিক্তা চানিল পিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বর্ণ্যা মুখ শোষ তৃষাপহা॥

দারুচিনি স্বাদু, তিক্ত, সুগন্ধি, শুক্রজনক ও শারীরিক বর্ণ সাধক। বায়ু, পিত্ত, মুখশোষ ও তৃষ্ণা ইহা দ্বারা বিদূরীত হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—জ্বর নাশক।

জায়ফল—

জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহী স্বর্য্যং শ্লেষ্মা নিলাপহম্‌॥
নিহন্তি মুখ বৈরস্যং মল দৌর্গন্ধ্য কৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমিকাস বমি শ্বাস শোষ পীনস হৃদ্রুজঃ॥

ইহা তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণ, রোচক, লঘু, কটু, দীপন, গ্রাহী ও স্বর পরিষ্কারক। ইহা ব্যবহারে বায়ু, শ্লেষ্মা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

মৌরি—

পাত পুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিল শ্লেষ্ম ব্রণ শূলাক্ষি রোগহৃৎ॥
মিশ্রেয়া তদ্‌গুণা প্রোক্তা
বিশেষাদ্‌ যোনিশূল নুৎ।
অগ্নিমান্দ্যহরী বদ্ধ বিট ক্রিমি শূল হৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাবনী কাস বমি
শ্লেষ্মানিলান্‌ হরেৎ॥

শুল্‌ফা—লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, জ্বরঘ্ন, বায়ু দমনকারী, শ্লেষ্মনাশক এবং ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক। মৌরির গুণও ইহারই মত, অধিকন্তু ইহা যোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধ, ক্রিমি ও শূলরোগ নাশক। মৌরি রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, হৃদ্য এবং কাস, বমি, শ্লেষ্ম ও বায়ুনাশক।

ইন্দ্রযব—জ্বর ও অতিসার নাশক। আতইচ—জ্বর ও অতিসার নাশক।

যবক্ষার—আম ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি নাশক।

কাঁকোলী—

কঙ্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণংতিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্।
আস্য দৌর্গন্ধ হৃদ্রোগ কফ বাতাময়াদ্ধ্য হৃৎ॥

ইহা লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রোচক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক ও কফ নাশক। হৃদ্রোগ, বাতব্যাধি ও চক্ষুরোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

রসাঞ্জন—শ্লেষ্মা নাশক।

মোচরস— অতিসার নাশক।

যষ্টিমধু—বমি, তৃষ্ণা ও ক্ষয় প্রভৃতি নিবারিত হয়। বরাহক্রান্তা—কফ পিত্তঘ্ন।

রক্তচন্দন জ্বর ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবারক, অতিসার নাশক।

বটের ঝুরি—কফপিত্ত প্রশমক।

খদির —

খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচি প্রনুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমি মেহজ্বর ব্রণান্॥
শ্বিত্র শোথাম পিত্তাস্র পাণ্ডুকুষ্ঠ কফাময়ান্।
বহ্নিমান্দ্যমতিসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

খদির—শীতল, তিক্ত ও দন্তের উপকারক। ইহা সেবনে কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোরোগ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু কুষ্ঠ, কফজ রোগ সমস্ত, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর প্রশমিত হয়।

জামপত্র—রক্তপিত্ত নাশক, দাহশান্তি কর প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

আমপত্র—কফপিত্তঘ্ন।

জ্বরাতিসারে প্রথমতঃ মলরোধের চেষ্টা করিতে নাই, কারণ তাহাতে কোষ্ঠসঞ্চিত মল রুদ্ধ হওয়ায় জ্বরের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উৎকট রোগ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল স্থলে অতিসারের প্রাবল্য বশতঃ হঠাৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে সকল স্থলে মল রোধের চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। কলিঙ্গাদি গুড়িকা এবং কুটজাবলেহের কথা যাহা বলা হইল, তাহা মলরোধক ঔষধ, রোগীর অবস্থা বিবেচনায় উহা প্রয়োগ করিবে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে অতিসারোক্ত ঔষধ সকলও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।

প্রথমতঃ উপবাস দেওয়া যে হিতকর সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার পর দাড়িমাদি অম্ল দ্রব্যের সহ পেয়া সেবন করিতে দিবে। উৎপল ষষ্ঠক সাধিত খইয়ের মণ্ডও দোষের পরিপাক হইলে সেবন করান যাইতে পারে। চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, শুঁঠ ও নীলোৎপল—এইগুলিকে উৎপল ষষ্ঠক বলে উহাতে দাড়িমের রস প্রক্ষেপ দিয়া অম্লভাবাপন্ন করা উচিত।

ছানার জল—জ্বরাতিসারে উত্তম পানীয়। এখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই পানীয়ের বিশেষ পক্ষপাতী। আমাদের মতেও জ্বরাতিসার রোগীকে অন্য পথ্য না দিয়া একমাত্র ছানার জল ব্যবস্থা করাই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। ফুটন্ত গরম দুগ্ধে পাতি বা কাগজী লেবুর রস প্রদান করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই ছানার জল প্রস্তুত হয়। আমাদের মতে প্রথম হইতেই এইরূপ পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পীড়ার হ্রাস হইলে যবাগূ বা বার্লি এবং শটীর পালো প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার পর জ্বরাতিসারের রোগমুক্ত ব্যক্তিকে পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, বেগুণ, ডুমুর, ঠোঁটে কলা প্রভৃতির তরকারি গন্ধভাদুলের ঝোল, মউরোলা, কই, শিঙ্গী, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

অতীসার।

রস, রক্ত, জল, মূত্র, স্বেদ, মেদঃ, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি শারীরিক জলীয় ধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে রোগে জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে এবং বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া উহা অধোমার্গ দ্বারা নিঃসরিত হয় তাহাকে অতীসার বলে। অতীসার ছয় ভাগে বিভক্ত। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ এবং আমজ। সকল প্রকার অতীসারেই সর্ব্বাগ্রে পরিপাকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পর অন্য ব্যবস্থা করিবে।

আমাতীসারে মলের, দুর্গন্ধ, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, বেদনার সহিত মলের রুদ্ধতা, উদরে শূলবিদ্ধ সদৃশ বেদনা, এবং মল অল্প নির্গত হয়। পক্কাতীসারে ইহার বিপরীত লক্ষণ হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন আমাতীসারে অপক্ক মল জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় ও পক্ক মল ভাসিতে থাকে। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক অতিসার রোগীর চিকিৎসা করিবেন।

অতীসারের অপক্ক অবস্থায় কখনই ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন না। কারণ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী, অর্শঃ ভগন্দর, শোথ পাণ্ডু প্লীহা গুল্ম, প্রমেহ, উদর এবং জ্বর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, বাতপিত্তাত্মক, ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তি এবং যাহার অতিশয় মল নিঃসরণ হইতেছে— তাহাকে ধারক ঔষধ প্রয়োগ না করিলে সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

যে অতীসার রোগীর বিবদ্ধমল অল্প অল্প পরিমাণে বারম্বার নিঃসৃত হইতেছে এবং উদরে শূলবৎ বেদনা উপস্থিত হইতেছে, তাহাকে হরিতকী চারি আনা ও পিপুল চারি আনা একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুঁঠ, আতইচ ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ॥৶১০ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেইকাথ কিম্বা ধনে এক তোলা ও শুঁঠ এক তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া—এই কাথ পান করাইলে পিপাসা, অতীসার ও বেদনা নষ্ট হইয়া আম পরিপাক ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

পিপাসিত অতীসার রোগীকে বালা অথবা শুঁঠ কিম্বা মুথা ও ক্ষেৎপাপড়া কিম্বা মুথা ও বালা—ইহাদের যে কোনো একটি দ্রব্য চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

খৈচূর্ণ ও ঔষধের সহিত পাক করা মণ্ড, পেয়া ও মসুর যূষ অতীসার রোগে হিতকর।

অতীসার রোগে যখন দেখা যাইবে যে, আমের পরিপাক হইয়াছে কিন্তু পুনঃ পুনঃ মল নিঃসৃত হইতেছে— সেই সময় বিলম্ব না করিয়াই ধারক ঔষধ প্রদান করিবে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি পাচন ও যোগের কথা প্রথমতঃ বলা যাইতেছে।

কঞ্চটাদিঃ।

কঞ্চটদাড়িম জম্বু শৃঙ্গাটকপত্রত্রীবেরম্।
জলধর নাগর সহিতং গঙ্গামপি রোগিনীং
রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানি

ফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঁঠ— প্রত্যেক দ্রব্য ।১৫ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত দিনে দুইবারে এই কাথ সেবনে বেগবান অতীসারও নষ্ট হয়।

কাঁচড়া পত্র—

কঞ্চটং তিক্তকংরক্তপিত্তানিল হরং লঘু।

ইহা তিক্ত, রক্তপিত্ত শান্তিকর বায়ু নাশক ও লঘু।

দাড়িমপত্র—ত্রিদোষনাশক ও গ্রাহী।

জাম পত্র—রক্তরোধক।

পানিফল পত্র—

শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরুবৃষ্যং কষায়কম্।
গ্রাহি শুক্রানিল শ্লেষ্মপ্রদং পিত্তাস্র দাহনুৎ॥

ইহা শীতবীর্য্য, কষায়, মধুররস, গুরু, পুষ্টিকর, ধারক, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ কারক। ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক।

বালা—আমাতীসার নাশক। মুথা—জ্বর ও অতীসার নাশক। শুঁঠ—পাচক, মলের সংগ্রহকারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

অতীসারে রক্তদোষ থাকিলে কুটজাদি পাচন হিতকর। ইহার উপাদান গুলি—

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥

ইন্দ্রযব, দাড়িম ফলের খোসা, মুথা ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি—প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু মিশাইয়া ২বারে সেব্য।

ইহার উপাদান গুলির গুণ—

ইন্দ্রযব—জ্বর, অতীসার, রক্তপিত্ত, রক্তার্শ প্রভৃতি নাশক। দাড়িম ফলের খোসা—গ্রাহী। ধাইফুল অতীসার নাশক। বেল শুঁঠ—অতীসার নাশক। বালা আমাতীসার নাশক।

লোধ—

লোধ্রোগ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্ জ্বরাতীসার শোথহৃৎ॥

লোধ—গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক ও কষায়। রক্তপিত্ত, রক্তগতজ্বর, অতীসার ও শোথরোগে ইহা ব্যবহারে উপকার হয়।

রক্তচন্দন—রক্তরোধক। আকনাদি—অতীসার নাশক।

বৎসকাদি পাচনটিও অতীসারের সহিত রক্তদোষ থাকিলে প্রযুজ্য। ইহার উপাদান গুলি—

সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্বঃ সোদীচ্য মুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া। ২ বারে সমস্ত দিনে সেব্য।

রস প্রয়োগ সম্বন্ধে যে আনন্দ ভৈরবের কথা জ্বরাতিসার চিকিৎসায় বলা হইয়াছে, সকল প্রকার অতীসার নিবারণের জন্যও সেই ঔষধের ব্যবস্থা সমস্ত দিনে ২ বার চাউল ধোয়া জল কিম্বা ইন্দ্রযব চূর্ণ, কুড়চি মূলের ছাল চূর্ণ ও মধুর সহিত ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। জাতীফল রস, অভয় নৃসিংহো রস নামক ঔষধ দুইটিও বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে ঐ দুইটি ঔষধের উপাদান লিখিত হইতেছে,—

জাতীফল রস।

পারদাভ্রক সিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গনম্॥
ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈবচ।
বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমী বল্ক জীরকম্॥
এতানি সমভাগানি নিঃক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণিতম্॥
গুঞ্জাফলং প্রমাণান্তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।
একাং কুটজ মূল ত্বক কষায়েণ প্রয়োজয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দুর, গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরা বীজ, সোহাগা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আম্রবীজ, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িম ফলের ছাল ও জীরা—এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সিদ্ধি পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান কুড়চি মূলের ছালের কাথ।

এখন দেখা যাউক ইহার উপাদান গুলির গুণ কি?

পারদ - বাতপিত্তকফোদ্ভূত সর্ব্ব রোগ বিনাশক। অভ্র ত্রিদোষ প্রশমক।

রসসিন্দূর—

পারদঃ ক্রিমি কুষ্ঠঘ্নো জয়দো দৃষ্টিকৃৎসরঃ।
মৃত্যুহৃচ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জরাপহঃ॥
স্মৃত্যোজোরূপদো বৃষ্যো বুদ্ধিকৃদ্ ধাতুবর্দ্ধনঃ।
যগুত্বনাশনঃ শূরঃ খেচরঃ সিদ্ধিদঃ পরঃ॥
পারদঃ সকল রোগহা স্মৃতঃ।
ষড্ রসো নিখিল যোগবাহকঃ॥
পঞ্চভূতময় এষকীর্ত্তিতঃ।
স্তেনতদ্ গুণগনৈর্বিরাজতে॥
যস্ত রোগস্ত যো যোগে স্তেনৈব সহ যোজিতঃ।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জর বাজিনাম্॥

রস সিন্দূর ক্রিমিঘ্ন, কুষ্ঠনাশক, স্বাস্থ্যপ্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক, অকালমৃত্যু নিবারক, বীর্য্যবান, জরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডুরোগ নাশক এবং উপযুক্ত ক্কাথাদির সহিত সেবনে সর্ব্বব্যাধি বিনাশক।

গন্ধক—রসায়ন ও বায়ু নাশক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। জাতীফল - গ্রাহী। ইন্দ্রযব—জর ও অতীসার নাশক। ধুতুরাবীজ—অগ্নিকারক। সোহাগা—অগ্নিকারক ও অতীসার নাশক। শুঁঠ—সংগ্রাহী। পিপুল—অগ্নিদীপ্তিকারক। মরিচ—দীপন, বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক। মুথা—অতীসার নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষনাশক।

আম্রবীজ—

আম্রবীজং কষায়ংস্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসার নাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয় দাহনুৎ॥

আম্রবীজ কষায়, ঈষৎ অম্ল ও মধুর। ইহার দ্বারা অতীসার প্রভৃতি রোগ উপশমিত ও হৃদয়ের দাহ নিবারিত হয়।

বেলশুঁঠ—অতীসার নাশক। শালবীজ—কফঘ্ন প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। দাড়িম ফলের ছাল—ত্রিদোষনাশক কিন্তু গ্রাহী। জীরা—অতীসার নাশক।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহার উপাদান গুলির অধিকাংশই অতীসার নিবারক, কতকগুলি বায়ুনাশক এবং কতকগুলি কফঘ্ন, সুতরাং এই ঔষধে প্রবল অতীসার রোগ উপশিত হইয়া থাকে। রোগের অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত দিনে এই ঔষধ ২-৩ বারও ব্যবহার করান যায়।

অভয় নৃসিংহ রস।

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গনং সমম্।
গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতকম্॥

মধূকং সর্ব্বতুল্যাং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুক দ্রবৈঃ।
এবৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা সহ॥

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, সোহাগা, গন্ধক, অভ্র ও পারদ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটি সমান ভাগ এবং সর্ব্ব সমান অহিফেন। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিয়া জীরাচূর্ণ ও মধু অনুপানে সেবন করাইবে।

নিম্নে ইহার উপাদান গুলির গুণ পরিচয় লিখিত হইতেছে—

হিঙ্গুল—পিত্তনাশক। বিষ—ত্রিদোষ নাশক। শুঁঠ—গ্রাহী। পিপুল—অগ্নি-কারক। মরিচ—গ্রাহী। জীরা—অতীসার নাশক। সোহাগা—অতিসার নাশক। গন্ধক—বায়ুনাশক। অভ্র ত্রিদোষ নাশক। পারদ—ত্রিদোষ প্রশমক।

অহিফেন -

আফুকং শোধনং গ্রাহী শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্।
আক্ষেপশমনং নিদ্রাজননং মদকারিচ॥
স্বেদনং বেদনা হৃচ্চ মূত্রাতীসার নুৎ পরম্।
কাস শ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতস্রুতি বারণম॥

অহিফেন শোষক, আক্ষেপ নিবারক, নিদ্রাকারক, মাদক স্বেদজনক ও বেদনা নাশক। ইহার দ্বারা মূত্রাতীসার, কাস, শ্বাস, অতীসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত শঙ্খ বটী, মহাশঙ্খ বটী, অগ্নি কুমার, লবঙ্গাদি বটী এবং গ্রহণী অধিকারোক্ত শ্রীনৃপতিবল্লভ, পীযূষবল্লী, মহাভ্রবটী, মহাগন্ধক প্রভৃতি ঔষধ গুলিও অবস্থা বিবেচনায় অতীসারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সে সকল ঔষধের উপাদানের পরিচয় যথোপযুক্ত অধিকারে বলা যাইবে।

ফটকিরির চারিগুণ সোরা মিশাইয়া অগ্নি উত্তাপে যে বজ্রক্ষার প্রস্তুত করা হয়, অতীসার চিকিৎসার সময় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের সহিত একবার করিয়া ইহার ব্যবহার করান ভাল। ইহার মল রোধক শক্তিও আছে, তা' ছাড়া ইহার প্রধান গুণ মূত্রকারক, এজন্য, অতীসারে স্বভাবতঃ যে মূত্রাল্পতা উপস্থিত হইয়া থাকে, বজ্রক্ষারের প্রয়োগে সে আশঙ্কা তিরোহিত হয়।

ভুবনেশ্বর নামক ঔষধটি অতিসারের সাধারণ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া সকল স্থলেই শুভফল পাইয়াছি। ইহার উপাদান গুলি এই—

সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ, ঝুল—সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী। অনুপান চাউল ধোয়া জল। দিবসে ২।৩ বার সেবন করান যায়।

"পাকের বটী" নামে আমরা আর একটি ঔষধ সাধারণ অতিসারে ব্যবহার করিয়া থাকি। এ ঔষধটি আমাদের নিজেদের। ইহার উপাদান মাত্র চারিখানি। নিম্নে উহা লিখিত হইতেছে।

মুথা, লবঙ্গ, যমানী, বিটলবণ, সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগ। চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া বটিকা পাকাইবার মত অবস্থায় নামাইয়া ৩।৪ রতি পরিমিত বটী করিয়া রাখিবে। অনুপান শীতল জল। সমস্ত দিনে ২।৩টি বটিকা সেবনেই সাধারণ অতিসার আরোগ্য হইয়া থাকে।

অম্ল বা অজীর্ণ রোগীর যদি অতিসার উপ-স্থিত হয়, তাহা হইলে দেখা গিয়াছে, অতি-

সারের অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা গ্রহণী অধিকারের "চিত্রকাদি গুড়িতে" অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদানগুলি—

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বন যমানী, চৈ—সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। ছোলঙ্গলেবু বা দাড়িমের রসে বাটিয়া ৫।৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। আমরা ছোলঙ্গ লেবুর রসেই এই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহাদের গুণ পরিচয়—

চিতা—পাচক, অগ্নিকারক ও গ্রহণী নাশক। পিপুলমূল—অগ্নিদীপ্তিকর ও পাচক। যবক্ষার ও সাচিক্ষার—অগ্নিকারক।

পঞ্চলবণ—

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক। সচল—আগ্নেয়। বিড়—দীপন। সামুদ্র—বায়ু নাশক। সাম্ভার—বায়ু নাশক।

ত্রিকটু—

শুঁঠ—গ্রাহী। পিঁপুল—আগ্নেয়। মরিচ—গ্রাহী।

হিং—

হিঙ্গুষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসহৃৎ।
শূল গুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥
স্ত্রী পুষ্প জননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্।

হিং—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, ক্রিমি, মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়।

বন যমানী—আগ্নেয়। চই—আগ্নেয় ও পাচক। ছোলঙ্গ লেবুর রস—আগ্নেয়।

প্রবল অতিসারে "অহিফেন বটিকা" নামক ঔষধটি বিশেষ কার্য্যকারী। যদি শীঘ্র অতিসারের মল রোধ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই ঔষধের এক বটিকা সেবন করান উত্তম ব্যবস্থা। ইহার উপাদান—

অহিফেন ও পিণ্ডখর্জ্জুর। উভয়ের পরিমাণ সমান। উভয়ে মিলাইয়া ১ রতি মাত্রায় জলের সহিত সেব্য।

"শার্দ্দূলকাঞ্জিক" নামক আমরা আর একটি ঔষধের গুণ পরিচয় সংপ্রতি কোন বন্ধুর * নিকট অবগত হইয়া উহা বহুস্থলে ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং সকল স্থলেই আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। এই ঔষধটির প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে লেখা যাইতেছে—

পুদিনা শাক ／০ এক ছটাক
চিনি ⁄॥০ সের
ঘোল ৵০ পোয়া
জল ⁄১ সের

পাক শেষ হইলে গোলাপ বা কেওরার আরক ১০।১২ ফোঁটা মিশাইয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২।৩ ফোঁটা মাত্র। শীতল জল মিশাইয়া সমস্ত দিনে ২।৩ বার সেব্য। ইহা সেবনে মধুরাস্বাদ যুক্ত। অতীসারের সামান্য অবস্থায় ইহা প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রবল অতীসারে—আমলকী বাটিয়া রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া

* এই ঔষধটী চুঁচুড়ার স্বনাম প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

আলির মধ্যভাগ আদার রস দ্বারা পূর্ণ করিলে বা কাঁজির সহিত আমের ছাল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা জাতীফল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

রক্তাতিসারে নারায়ণ চূর্ণ, কুটজাষ্টক ও কুটজলেহ—বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নে তিনটি ঔষধেরই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নারায়ণ চূর্ণম্।

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা।
বিল্বঞ্চাতি বিষাঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপিচ॥
গুড়েন মধুনাবাপি লেহয়েদ্ ভিষজাংবরঃ।

গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কুড়চি ছাল চূর্ণ সর্ব্ব সমান। সমস্ত দ্রব্য মিশাইয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা। অনুপান ইক্ষু গুড় ও মধু।

এই ঔষধের উপাদান গুলির গুণ পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

গুলঞ্চ—

গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদু পাকা রসায়নী।
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণ লঘ্বী বল্যাগ্নি দীপনী॥
দোষত্রয়াম্ তৃড়্দাহ মেহ কাসাংশ্চ পাণ্ডুনাম্।
কামলা কুষ্ঠ বাতাস্র জ্বর ক্রিমিন্ বমীন্হরেৎ॥
প্রমেহ শ্বাস কাশার্শ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনুৎ॥

গুড়ূচী মধুর, তিক্ত, পাকে স্বাদুরস বিশিষ্ট, রসায়ন, গ্রাহক, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বলকারক, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ নাশক। আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, কাস অর্শঃ, প্রবল হৃদ্রোগ ও বায়ুরোগে ব্যবস্থেয়।

বিদ্ধড়ক—

রসায়নো বৃদ্ধদারঃ শোথবাতাম বাতজিৎ।
কাসশ্বাস জ্বরহরো বল্যঃ পিচ্ছিল এবচ॥

ইহা রসায়ন, বায়ু নাশক, বলকর ও পিচ্ছিল। শোথ, আমবাত, কাস শ্বাস ও জ্বর রোগে প্রয়োজ্য।

ইন্দ্রযব—অতীসার নাশক। বেলশুঁঠ—অতীসার নাশক। আতইচ—অতীসার নাশক।

ভৃঙ্গরাজ—

ভৃঙ্গার কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ ক্রিমি শ্বাস কাস শোথাম পাণ্ডুনুৎ॥
দন্ত্যোঽরি রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠ নেত্র শিরোর্ত্তিনুৎ॥

ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, কেশ, ত্বক ও দন্তের হিতকর, রসায়ন ও বল্য। ক্রিমি শ্বাস, কাস, শোথ, আমজ রোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়ায় প্রযুজ্য।

শুঁঠ—গ্রাহী। সিদ্ধিপত্র—গ্রাহী। কুড়চি—অতীসার নাশক।

কুটজাষ্টকঃ।

তুলাম থার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ সংক্ষুদ্য
পক্ত্বা রসমাদধীত।
তস্মিন স্রুপতে পলসং মিতানি শ্লক্ষ্ণানি
পিষ্টাসহ শাল্মলেন॥
পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তান্
বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্।
প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেত্তু তাবদ্
দার্ব্বী প্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ॥

পিতস্তসৌ কালবিদা জনেন
মণ্ডেন বাজা পয়সাথ বাপি।
নিহন্তি সর্ব্ব স্তুতিসার মুগ্রং
কৃষ্ণং সিতং লোহিতপীতকং বা॥

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া এবং পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইয়া আসিলে তাহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া লইবে। সকল প্রকার অতিসারে ইহা উত্তম ঔষধ। মাত্রা।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

এই ঔষধের উপাদানগুলির গুণ পরিচয় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

কুড়চির ছাল—অতিসার নাশক। মুথা—গ্রাহী। বেলশুঁঠ—অতিসার নাশক। ধাইফুল—অতিসার নাশক।

কুটজলেহঃ।

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃপচেৎ
সৌবর্চ্চল যবক্ষার বিড় সৈন্ধব পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্র যবাজাজী চূর্ণং দত্বা পলদ্বয়ম্।
লিহ্যাদ্ বদরমাত্রন্তু শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।

কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্বাথ পুনরায় পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে সচল লবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা—ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত ১৬ তোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মধুর সহিত সেব্য।

ইহার উপাদানগুলির পরিচয়—

কুড়চি—অতিসার নাশক। সচললবণ—আগ্নেয়। যবক্ষার—বায়ু নাশক। বিটলবণ—দীপন। সৈন্ধব—ত্রিদোষনাশক। পিপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। ধাইফুল—অতিসার নাশক। ইন্দ্রযব—সংগ্রাহী। জীরা—পাচক ও সংগ্রাহী।

এই সকল ঔষধ ভিন্ন ইহার পর গ্রহণী রোগে যে সমস্ত রসৌষধির কথা বলা যাইবে, অতিসার রোগেও অবস্থা বিবেচনায় সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়—ইহা স্বয়ং শিববাক্য। যথা—

গ্রহণ্যাং যে রসাঃ প্রোক্তাস্তেঽতিসারে নিয়োজিতাঃ।
হন্যুঃ সর্ব্বমতীসারং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ॥

অতিসার রোগে স্নান, তৈলাদিমর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ প্রভৃতি বর্জ্জনীয়।

অতিসারের অপক্ক অবস্থায় উপবাসই হিতকর। তবে রোগী যদি অতিশয় দুর্ব্বল হয়—তাহা হইলে বার্লি, শঠির পালো প্রভৃতি লঘু পথ্য প্রদান করিবে। পক্কাতিসারে পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, মসুর দালের যূষ, ডুমুর, ঠোটেকলা, গন্ধভাদুলে, পটোল, বেগুন প্রভৃতির তরকারি, মউরোলা, শিঙ্গি, কই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের ঝোল, ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি হিতকর।

প্রবাহিকা।

প্রবাহিকা অতীসারের প্রকার ভেদ মাত্র।

অতিশয় বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে অধোদেশে সঞ্চালিত করে। এজন্য অতিশয় কুন্থনের সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প মল সংযুক্ত কফ গুহ্যদ্বার দিয়া নিঃসরিত হয়।

বাতজ প্রবাহিকা রোগে বেদনার সহিত, পিত্তজ প্রবাহিকা রোগে দাহের সহিত, কফজ প্রবাহিকা রোগে কফের সহিত এবং রক্তজ প্রবাহিকা রোগে রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হয়। রুক্ষ দ্রব্য দ্বারা বাতজ, স্নেহ সেবন দ্বারা কফজ এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্তজ ও রক্তজ প্রবাহিকা রোগ উৎপন্ন হয়।

প্রবাহিকার চিকিৎসাবিধি সাধারণতঃ অতীসার রোগীর ন্যায়, তদ্ভিন্ন ইহার জন্যও কতকগুলি স্বতন্ত্র যোগের ব্যবস্থা আছে। নিম্নে সে সকলের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বেলশুঁঠ, পুরাতন গুড়, লোধ, তিল তৈল এবং মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া লেহন করিলে প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় উপকার দর্শে।

কচি তেঁতুল চারার মূল ✓৹ দুই আনা মাত্রায় ঘোলের সহিত বাটিয়া সমস্ত দিনে ৩।৪ বার সেবন করান প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় প্রশস্ত।

আমরুলের রস ২ তোলা মাত্রায় অথবা ২ তোলা তেঁতুল চারার কচি পাতা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই কাথ পান করা হিতকর।

আমাদের মতে প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় এরণ্ড তৈলের জোলাপ দেওয়া বিশেষ হিতকর। এরূপ ব্যবস্থায় সঞ্চিত মলরাশি নির্গত হইয়া গেলে আপনা আপনি রোগের উপশম হইয়া থাকে। তাহার পর মল রোধের আবশ্যকতা বুঝিয়া অতীসারোক্ত ধারক ঔষধ সকলের ব্যবস্থা করিবে। শ্বেতধুনা চূর্ণ অর্দ্ধ আনা ও চিনি অর্দ্ধ আনা একত্র মিশাইয়া প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার প্রবাহিকার মল নিঃসরণের পর ব্যবস্থা করিলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে এইরূপ সময়ে নিম্নলিখিত পাচনটির ব্যবস্থায় শীঘ্র রোগ মুক্তি হইয়া থাকে।

কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা, মোচরস বেলশুঁঠ, আতইচ ও দাড়িমের খোসা—প্রত্যেকের দ্রব্য।৹ আনা, জল✓॥৹ সের শেষ ✓৹ পোয়া। ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে।

প্রবাহিকার প্রথমাবস্থায় উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য তার্পিন তৈল উদরের উপরিদেশে মালিশ করিবে।

প্রবাহিকার রক্তমিশ্রিত থাকিলে আম্রপানের পাতার রস, দাড়িমের পাতার রস বা কুড়চির কাথ সেবন হিতজনক। কুকসিমের পাতার রস ও চিনি মিশাইয়া সেবনেও বিশেষ উপকার দর্শে। কুকসিমার পাতার রস শুধু রক্তামশায় কেন, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়েই উপযোগী। রক্তামাশয়ে কাঁটান'টের শিকড় মাত্র ২।৩ রতি,গোলমরিচ ২॥৹টা—আতপচাল ধোয়া জল সহ মাড়িয়া বড়ি পাকাইয়া দিবসে ২ বার করিয়া সেবন করিতে দিলে সত্বর উপকার দর্শে।

ছাগদুগ্ধ—জামপাতা সহ সিদ্ধ করিয়া অথবা সার বিশিষ্ট দধি ও মধু অথবা তাম্র পাত্রে সিদ্ধ করা ছাগদুগ্ধ ও মধু সেবনে সকল প্রকার প্রবাহিকা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

রক্ত-স্রাব।

(ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে।)

—:০:—

সাধারণতঃ তিনটী মাত্র কারণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। যথা—

(১) রক্তবহা ধমনীর বিচ্ছেদ।

(২) রক্ত চাপের আধিক্য।

(৩) রক্তের বৈগুণ্য।

প্রথমটীর অর্থ—যদি রক্ত বহা ধমনী (নল) বা শিরা অশক্ত হইয়া পড়ে, দ্বিতীয়টীর অর্থ যদি, স্থানিক বা সাধারণ ভাবে রক্ত চাপের আধিক্য ঘটে, তৃতীয়টীর অর্থ—তরল রক্তের কঠিনতা প্রাপ্তির ক্ষমতা যদি হ্রাস হয় বা লোপ পায়—তাহা হইলে মানব দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে।

এই তিনটী কারণ পৃথক ভাবেই হউক, আর একত্রেই হউক, রক্তস্রাব ঘটাইতে পারে। তৃতীয় কারণটীর আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি—যদি সাধারণ রক্তচাপ অতি অলস বা অভিভূত থাকে, এবং যদি তদ্রূপ অবস্থায় কোন ধমনী বা শিরা ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে রক্তস্রাব—অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, যে পর্য্যন্ত রোগীর মৃত্যু না ঘটে, সে পর্য্যন্ত এই রক্তস্রাব চলিতে পারে। যক্ষা রোগে কিম্বা সান্নিপাতিক আন্ত্রিক জ্বরে, রোগীর যখন অত্যন্ত স্বেদহীন অবস্থা, এইরূপে তখন ক্ষুদ্র শিরা ছিন্ন বা ক্ষয় হইয়া রোগীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। যে যে রোগে রক্তচাপ অধিক থাকে—যেমন পুরাতন মূত্র গ্রন্থির প্রদাহ—সেই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রত্যেক শিরা ও ধমনী বেশ সুস্থ থাকিলেও, স্থান বিশেষে স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ অথবা ক্রমিক রক্তচাপের আধিক্যের জন্য কোন শিরা বা ধমনী প্রসারিত হইয়া সহসা ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে রোগীর প্রাণ ও নষ্ট হইতে পারে।

Mitral রোগে এই উপসর্গটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ইহাতে রক্তোৎকাসের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুস্ প্রদাহে—যকৃতের হ্রস্বতা হইলে এবং Plethoric (রক্ত বহুল লোক) ধর্ম্মীবও—এই কারণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, অকস্মাৎ অত্যধিক রক্তচাপ বৃদ্ধি—শিরা বা ধমনীকে ছিন্ন করিয়া রক্তস্রাব ঘটায়।

পার্প্যুরা, স্কার্ভি, ল্যুকিমিয়া প্রভৃতি রোগে—রক্তের বৈগুণ্য হেতু আপনা হইতেই রক্ত-স্রাব হয়।

উপরে আমি স্বতন্ত্র ভাবে কারণ গুলির ফল দেখাইলাম। গ্র্যানুলার কিড্‌নী নামক ব্যাধিতে তিনটী কারণই বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী কারণই একত্রে রক্ত স্রাব উপস্থিত করে। রক্ত রোগ বিষে জর্জ্জরিত হয়, রক্তচাপ অত্যন্ত সবল থাকে এবং

দূরস্থিত (সাধারণতঃ মস্তিকস্থিত) ধমনী সহজেই অশক্ত হইয়া পড়ে; ইহাতে মস্তিক মধ্যে রক্তস্রাবের দৃষ্টান্ত বহুল সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয়।

রক্তস্রাবের চিকিৎসারও - তিনটী প্রধান উপায়। সে তিনটী উপায় উপযুক্ত অবস্থাত্রয়ের বিপর্য্যয়ের প্রতিকার মাত্র। নিম্নে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছি।

(ক) যদি বিচ্ছিন্ন রক্তবহানলী নেত্র গোচর হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলীর চাপে রক্ত শূন্য করা যায়। অথবা Spencer wells Antery Forseps দ্বারা, কিম্বা Aseptie তুলা কি gauze উত্তম রূপে চাপিয়া দিয়া প্রয়োজন হইলে নলীকে Silk বা cutgut দ্বারা বাঁধিয়া (ligatarc), কখনও বা স্রবমানাস্থানের কিঞ্চিৎ পথে নলীকে অঙ্গুলী সঞ্চাপে রক্ত হীন করিয়া রক্তস্রাব রোধ করা যায়।

আবশ্যক মত—Adnenalin, Hama-melis, Hydrastin, stypticine, Tarpentine, Ergat Digitalis, cal-ciam chloride, প্রভৃতি ঔষধ আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগ স্বরূপ ব্যবহারে রক্তস্রাব রোধ হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—অসংখ্য রক্ত রোধক ঔষধ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। বিশল্যকরণী (আয়াপান), কুকসীমা, দুর্ব্বা, গাঁদাগাছের পাতা, দন্তকলস (মুড়কী ফুল) পক্ক কুষ্মাণ্ডের জল, মণ্ডুকপর্ণী (থুলকুড়ি) খুনখারাপী (Dragon's Blood) লাক্ষারস (আল্তা) রক্তোৎপল (রক্তকমল—পুকুরের জলে যে লাল বর্ণের ফুল ফোটে) রক্ত বাসক (রাম বাসক) চিনী,বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, ছাগদুগ্ধ, নাগেশ্বর ফুলের রেণু, যজ্ঞ ডুমুরের রস, মাল কাঁকড়া ঘাস, পলাশ ফুল, শিমুল ফুল, পালিধা মাদারের ফুল, খেজুর, মনাক্কা, রক্তচন্দন, অর্জ্জুনছাল, অশোকছাল, বীজতাড়ক পত্র, পারাবত বিষ্ঠা আমের কেশী, বেল, কুড়চী, গাব, জাম, তিল, পানিফলের পাতা, কাঁচড়া দাম, বড়এলাচ লৌহভস্ম ইত্যাদি। এই এই সকল ঔষধের আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগে রক্তস্রাবে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। কখনও কখনও বিজ্ঞান রহস্য বিদ্ সুচিকিৎসক গণ--রোপ্য ও সীসক ঘটিত লবণ সমূহ, ফটকিরি, Dilated sulpharic Acid, বরফাদি অতিশীতল দ্রব্য, গরম জল Battery poles বা Actual Cautesy---ইত্যাদি রক্তরোধের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

স্তনজাত কর্কট রোগে স্তন উচ্ছেদ করিবার পর, অস্ত্রাঘাতজনিত রক্তস্রাব নিবারণের জন্য Pacquetin's thermo-can-tery প্রয়োগ—সুব্যবস্থা। যোনিপথে অস্ত্রাঘাত করিলে যে রক্তস্রাব হয়—তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য Electro-cauntryর সাহায্য লইতে হয়। রসাঞ্জন (রসাত) অশোক ছাল, পারাবত বিষ্ঠা, কুশমূল, শুষ্ক বদরীচূর্ণ প্রভৃতি যোনি হইতে রক্ত স্রাবের মহৌষধ। আয়াপান, দূর্ব্বা ঘাসের রস, মাখনসংযুক্ত তিলকল্ক, নাগেশ্বর ফুলের রেণু, ছাগ দুগ্ধ, Hamamelis প্রভৃতি—অর্শের রক্ত স্রাবে বিশেষ ফলপ্রদ। জরায়ু হইতে অত্যন্ত শোণিত স্রাব হইলে—অত্যুষ্ণ জলধারা উপকারী। প্রসবান্তে অতি রক্তস্রাবে—

পারাবত বিষ্ঠায় সে রক্তের রোধ হইয়া থাকে। নাসাপথ দিয়া রক্ত স্রাব হইলে – দাড়িম্ব ফুলের এবং টাটকা গোময়রসের নস্য—সে স্রাব তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে।

যে স্থলে রক্তস্রাবের স্থান আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না—যথা ফুসফুস্ পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক, সে স্থলে ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগই আমাদের প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। কিন্তু ঈশ্বরের উদার অনুগ্রহে এবং অপূর্ব্ব কৌশলে, প্রায়ই ঐরূপ স্থল হইতে রক্ত স্রাব হইলে তাহা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। শিরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহার পৈশিক-তন্তুর ক্রিয়াবশতঃ স্বতঃই ছিন্ন মুখদ্বয় কুঞ্চিত হয়, ইহাতেই স্রাব বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে। আবার পূর্ব্বে যেটুকু রক্ত স্রাব হইয়াছিল, সেই রক্ত টুকু জমিয়া গিয়া অর্থাৎ জমাট বাঁধিয়া, ভবিষ্যতের অতি রক্তস্রাব রোধ করে। যদি কোন কারণে রক্তস্রাব বেশী হয়, রক্ত-চাপ কমিয়া আসায় রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে রোগীর সমস্ত শরীর শান্ত-ভাবে থাকায়, রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে রক্ত বন্ধ হইবার আরও একটী কারণ Hydracmia; অতএব বেশ বুঝা যাই-তেছে যে স্থলে আভ্যন্তরিক যন্ত্র বিশেষে রক্তস্রাব হইয়া স্বতঃই বন্ধ হইয়া যায়, সে স্থলের স্বাভাবিক কারণও তিনটী যথা—

(১) ছিন্ন শিরার কুঞ্চন, এবং বিকৃত রক্ত জমাট বাঁধা, (২) চৈতন্য লোপ, রক্ত পড়ায় হ্রাস; (৩) Hydracmia।

রক্ত চাপ হ্রাস হইলে, রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় রক্ত চাপ কমিয়া আসার ফলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িলে অনেক ডাক্তারও তাহাকে টানাটানি করেন। যে সময় প্রকৃতি মাতা স্থির হইয়া থাকিতে বলিতেছেন, সেই সময় রোগীকে টানাটানি করা অতীব অন্যায়। এইরূপ টানাটানির ফল পুনরায় অত্যধিক রক্তস্রাব! অতএব সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য, রোগী যে স্থানে অচৈতন্যভাবে পড়িয়া আছে সেই স্থানেই তাহাকে শোয়াইয়া রাখা এবং যথাসম্ভব শীঘ্র সময়োচিত ব্যবস্থা করা। অন্যায়রূপে রোগীকে টানাটানি করা, অথবা পরীক্ষার্থ অযথা কাল হরণ করা উভয়ই তুল্য অপরাধ! দৈহিক বিশ্রাম ও মানসিক শান্তি অনেক রোগেই চিকিৎসার মূল সূত্র।

অনেক রোগী রক্তস্রাব দেখিয়া ভয়বিহ্বল ও অস্থির হইয়া পড়ে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে; এরূপ অবস্থায় ডাক্তারীমতে মর্ফিয়ার অধঃ-ত্বাচিক প্রয়োগ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথের অনু-সরণ। এইজন্য বড় অস্ত্রোপচারে পর—মর্ফি-য়ার ইন্‌জেক্‌সন্ অতি সুন্দর ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

মানবদেহে এমন দু' একটী যন্ত্র আছে—যাহাদের পক্ষে বিশ্রাম একেবারেই অসম্ভব। এইজন্য সেই সকল যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে, চিকিৎসক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। হৃদ্-পিণ্ড হইতে রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে—রক্ত যতই হৃদপিণ্ডাবরণের মধ্যে স্রাব হইতে থাকে, হৃদ্‌পিণ্ড ততই উত্তেজিত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। ইহার পরিণামে অতি সত্বর তাহার ধ্বংসকাল উপস্থিত হয়।

পাকস্থলীর মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, পাকস্থলী উত্তরোত্তর উত্তেজিত হয়, শেষে এত বেশী হয় যে বমনের সহিত রক্তচাপ নির্গত হয়। এই

বমন না হওয়া পর্য্যন্ত পাকস্থলীর আর বিরাম থাকেনা। এরূপ অবস্থায় স্রাবও বন্ধ হইতে পারে না।

অন্ত্রের মধ্যে রক্তস্রাব হইলেও ঠিক পাকস্থলীর মত ব্যাপার ঘটে, স্রাবরোধের সম্ভাবনা সুদুর পরাহত হইয়া উঠে।

এই সব ব্যাপারে আমরা বাহ্যিক বরফ প্রয়োগ করিয়া এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন করিতে দিয়া স্রাবরোধের কথঞ্চিৎ সাহায্য করি বটে; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের আরও দৃষ্টি রাখা উচিত—যাহাতে রক্তচাপ হ্রাস হইতে পারে। অনেক চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় উত্তেজক সুরা প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, —ইহা চিকিৎসকের অজ্ঞতা মাত্র। অবশ্য নিতান্ত আবশ্যকীয় স্থলে সুরা দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সুক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন। যখন দেখা যায়—রোগির নাড়ীর অবস্থা মন্দ, —কোন উত্তেজক বলকারক ঔষধ না দিলে প্রাণ রক্ষা হইবার উপায় নাই; এরূপ ক্ষেত্রে সুরাদি উত্তেজক ঔষধ অতি সন্তর্পণে ব্যবস্থা করা চলে। রোগীর নাড়ীর দিকে চিকিৎসকের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। নাড়ী একটু সবল হইলেই উত্তেজক ঔষধ বন্ধ রাখিতে হইবে।

রক্তস্রাবের চিকিৎসায়—চিকিৎসকের কর্ত্তব্য—শারীরিক অবসাদ আনয়ন এবং তদ্দ্বারা রক্ত চাপকে মৃদুকরণ; এই উদ্দেশ্যে—রোগীর আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া খুব ভাল। যদি নিতান্ত আহার দিতে হয়, তবে যেন আহার্য্য দ্রব্য শীতল, স্বল্পপরিমিত এবং সহজ পাচ্য হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের আভ্যন্তরে রক্তস্রাব হইলে—২৪ ঘণ্টা হইতে ৭২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগিকে কিছুই খাইতে দেওয়া উচিত নহে।

অনেক সময় বিরেচন (জোলাপ) ব্যবস্থায় রক্তচাপের হ্রাস হইয়া থাকে, কখনও বা রক্তমোক্ষণেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন—শুষ্ক cupping জলে রাইচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে স্নান করান' ইপিকা, এণ্টিমণি (রসাঞ্জন) মিঠা বিষ, পটাসিয়ম, আইওডাইড প্রভৃতি প্রয়োগে—উক্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে। নাসার রক্তস্রাবে,—গ্রীবার মেরুদণ্ডের উপর সহসা শীতল জল প্রয়োগ করিলে, অথবা হাতদুটি কিছুক্ষণ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলে স্রাব রোধের সম্ভাবনা।

আয়াপান, গাঁদা পাতা, প্রভৃতি রক্ত রোধক ঔষধ গুলির প্রধান ক্রিয়া—রক্তকে জমাট বাঁধান'। ডাক্তারী calcium chloride, Gelatine ইত্যাদির কার্য্যও পূর্ব্ববৎ। স্থানিক প্রয়োগে রক্ত জমাট বাধিতে পারে—এমন অসংখ্য ঔষধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়। চিনি, কচি ডালিম পাতা, গোরক্ষ চাকুলের পত্র, পলাশ ফুল, ফটকিরী tr, steel, tr benzoin co, turpentine, hazeline, calendula,—ইত্যাদি ঔষধের নাম সর্ব্বজন পরিচিত। স্থানিক জন্য Dressing, Plag, forceps, ligu,ture, প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোনস্থানে অল্পাধিক রক্ত স্রাব হইলে, তথাকার সুস্থ তন্তুগুলি ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহা স্রস্ত রক্ত কর্ত্তৃক পোষিত হয়। এজন্য সে স্থানের যন্ত্রগুলির স্বষ্ট লোপ পাইবার সম্ভবনা। রক্তস্রাবের একপ্রকার মৃদু প্রদাহ জন্মে। এই প্রদাহের ফলে—রক্ত চাপ স্থানা-

স্থরিত হয়। আমাদের বিজ্ঞানে এমন কোনও ঔষধ দেখিতে পাই না, যদ্বারা আমরা এই কার্য্যের সাহায্য করিতে সক্ষম হই। লাইকার হাইড্রাজ পারক্লোর, পটাসিয়াম আইওডাইড প্রভৃতির আময়িক প্রয়োগ এবং লিলিমেণ্ট আইওডাইড, লিলিমেন্ত পট Jothion প্রভৃতির বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা হয় ত কিছু সাহায্য হইতে পারে। প্রদাহিত স্থানে রক্ত চলাচল যত বেশী হয়,তত উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু অনেক সময় আমাদের এ সাহস হয় না, রক্তস্রাবের পর প্রদাহের চিকিৎসায় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি রাখিতে আমরা চেষ্টাই করি না। বরং রক্তচালকে প্রশমিত রাখিবারই প্রয়াস করিয়া থাকি।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীময় গহ্বরান্তরে রক্তস্রাব হইলে, তথায় একপ্রকার শ্লেষ্মা (catarrh) উপস্থিত হয়। এই শ্লেষ্মার জন্যই স্রস্তরক্ত সহজে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হইতে পারে। রক্তোৎকাসের কফ মিশ্রিত রক্ত ইহার প্রমাণ। এরূপ অবস্থায় এণ্টিমণি, ইপিকাক, বাকস, পারাবত বিষ্ঠা, লাক্ষাচূর্ণ, অত্যন্ত উপকারী।

অনেক সময় স্রস্তরক্ত রোগবীজানুর লীলাভূমি হইয়া পড়ে, ইহাতে রোগিরও অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। নাসার সময় নাসারন্ধ্র পথ তুলি দিয়া বা gauze দিয়া বন্ধ করিলে ভীষণ পূতিগন্ধময় ক্ষত উপস্থিত হইয়া রোগীকে বিপন্ন করিয়া থাকে। রক্তোৎকাসের পর টিউবারকুল বীজানুর বংশ বৃদ্ধি অনিবার্য্য। আর্য্যঋষিগণ বলেন—"সিংহাস্যং সেব্যতাং সদা" অর্থাৎ কেবল বাসক সেবনে এই ক্ষয়-বীজানুর হস্ত হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে করিতে পারে।

রক্তস্রাবের পর পাংশুতা উপস্থিত হওয়া ভয়ের লক্ষণ। প্রাণনাশের আশঙ্কা বুঝিলে, অম্লজান বাষ্প সেবন অথবা রক্ত কিম্বা লবণ দ্রব (**Normal saline solution**) **trun-sfusion** দ্বারা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। আশু বিপৎপাতের ভয় হইলে লৌহ, শেঁখো, কাঁচামাংসরস, টাট্‌কা পাকা ফলের রস, নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ু সেবন, ব্যায়াম, মনের প্রফুল্লতা, সূর্য্যকিরণ, সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য, সুনিদ্রার ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করে।

রক্তস্রাবে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। রক্তস্রাব বড় ভয়ানক। ইহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে রোগীর প্রাণ সংহারের ভয় আছে। রক্তস্রাব যে দেখে সেও বুদ্ধির স্থৈর্য্য হারায়। রক্তস্রাবের অবস্থায় চিকিৎসকের উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতা থাকা বিশেষ আবশ্যক। সংবাদ পাইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া রোগিকে দেখিতে যাওয়া উচিত এবং বেশ বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসাকালে—"পুঁথিগত-বিদ্যা" বড় কাজের হয় না। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই ঠিক। চিকিৎসককে তিনটী কথা স্মরণ রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

১। কেমন করিয়া স্রাব বন্ধ করা যায়? চিকিৎসক চলিয়া গেলে যেন স্রাবের পুনঃ প্রবর্ত্তন না ঘটে।

২। প্রাণনাশের আশঙ্কা কেমন করিয়া দূর করা যায়?

৩। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবে না।

যিনি মনে করিবেন—"এখন ত রক্তবন্ধ

করা যাক এর পর যা' হয় হইবে সে বিষয় পরে ভাবিব"—তাঁহাকে কখনও সুচিকিৎসক বলিব না। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই জানা উচিত—

(ক) রক্ত স্রাব বশতঃ রোগজীবানু আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়।

(খ) রক্তস্রাব বশতঃ দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি অত্যন্ত কমিয়া যায়।

(গ) **Sepsis** এর ঘোর আশঙ্কা থাকে।

একদিকে আশু প্রাণনাশের ভয়, অন্য দিকে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা, এমন অবস্থায় নিজের বিবেক বশে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। চিকিৎসক নিজের মনকে স্থির রাখিবেন, ভয়বিহ্বল হইবেন না; অতি মাত্রায় বা একত্রে অনেক ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না। রোগের শেষও রাখিবেনা। আরও মনে রাখিবেন—আর্য্য ঋষিগণের এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ—

নোদ্রিক্তমাদৌ সংগ্রাহ্যং বলিনোঽপ্যশ্নতশ্চযৎ।
হৃৎ পাণ্ডু গ্রহণী রোগ প্লীহ গুল্ম জ্বরাদি কৃৎ॥ *

"আয়ুর্ব্বেদের" পাঁচ মিশালি।

[শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত]

—:o:—

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী।—"কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনীর" বার্ষিক অধিবেশন গত ২৫শে পৌষ তারিখে কাশীধামে মহারাজা কুচবিহারের কালী বাড়ীতে শেষ হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। এই সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং প্রায় দুই শতের উপর মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ শাস্ত্রীজী গতবর্ষে উত্তীর্ণা তিনটী মহিলাকে ধন্যবাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন ও যাহাতে মহিলাগণকে উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সাধারণকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন।

যৌবন লাভের উপায়।—সম্প্রতি ইউরোপে যৌবন লাভের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার লইয়া চিকিৎসকগণের মধ্যে অত্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। প্রফেসার ষ্টিনাফ ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রথমে জন্তুদের দেহের স্থানবিশেষে সামান্য ও সহজ ভাবেই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে বুড়া, অথর্ব্ব, হাড় জিরজিরে ইঁদুর বা ও আবার মোটা সোটা ও কার্য্যতৎপর হইয়া উঠিতে পারে, ইহার পর প্রফেসার লিউটেনসটার্ণ, মানুষের দেহেও ঐ পদ্ধতিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহার কি ফল হয় সে বিষয় লইয়া পরীক্ষা করেন। তিনি

---

* আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে—রক্তরোধক অসংখ্য মহৌষধ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"দূর্ব্বাদ্য ঘৃত"। ভবিষ্যতে এ বিষয় আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব। আঃ সং